

জনকল্যাণে রাজস্ব

BL1

ভ্যাটের সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন



 VAT Online



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
পঞ্চমফ্লাওয়ারী বাংলাদেশ সরকার

ভ্যাটের সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ:

ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক:

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কাকরাইল, ঢাকা

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট:

প্রপদী টেকনো কনসোর্টিয়াম লি.

ডিজাইন ও মুদ্রণ:

নকশা ইমপ্রেশন্স লিমিটেড

৩৫২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা

ফোন: ০১৭১৬০৪৭৮৩৭

মুখবন্ধ

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ও ব্যবসা-বান্ধব কর পরিবেশ সৃষ্টিসহ কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বিগত ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ পাস হয়।

নতুন এ মুসক আইনটি আগামী ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ হতে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

করদাতাদের নতুন আইনের বিষয়ে অবহিত করতে ব্যাপক-ভিত্তিক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে করদাতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আইনের বিভিন্ন বিষয় করদাতাদের নিকট সাবলীলভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করা হচ্ছে।

করদাতাদের সর্বোচ্চ সুবিধার্থে করদাতার শিক্ষণের অংশ হিসেবে মুসক আইনের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণভাবে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নোত্তর তৈরি করে বুকলেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে করদাতাগণ সাধারণভাবে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর পান। প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো NBR website upgradation চুক্তির আওতায় ফ্রুপদী টেকনো কনসোর্টিয়াম লি. এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এ উত্তরগুলো NBR-এর ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে।

বুকলেটটিতে আইন ও বিধিমালার আওতায় প্রশ্ন ও জবাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে সফটওয়্যার ব্যবহার এবং বাস্তবভিত্তিক আরো প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আশা করছি বুকলেটটি করদাতাদের জন্য সহায়ক হবে।

মোঃ রেজাউল হাসান
সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও
প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প

সূচিপত্র

■ ১. অবতরণিকা	৫
■ ২. নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি	৯
■ ৩. কর আরোপ	১৭
■ ৪. কর আদায়	২১
■ ৫. নীট কর নিরূপণ	২৭
■ ৬. হিসাবরক্ষণ	৩৫
■ ৭. সম্পূরক শুল্ক	৩৯
■ ৮. টার্নওভার কর	৪৯
■ ৯. দাখিলপত্র	৫১
■ ১০. ঋণাত্মক নীট কর জের টানা ও ফেরত	৫৩
■ ১১. কর নির্ধারণ	৫৫
■ ১২. মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ	৫৭
■ ১৩. তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ	৬৩
■ ১৪. বকেয়া আদায়	৬৫
■ ১৫. রেকর্ডপত্র	৬৯
■ ১৬. অপরাধ, দণ্ড ও বিচারিক প্রক্রিয়া	৭১

অবতরণিকা

১.১। মুসক কি?

উত্তর: মুসক এমন একটি পরোক্ষ কর যা ভোক্তা নিবন্ধিত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিশোধ করেন। সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ওপর প্রদেয় করের বিপরীতে উপকরণ কর সমন্বয় করে পণ্য বা সেবার মূল্যস্তরের প্রকৃত সংযোজনের ওপর আরোপিত করই ঐ পণ্য বা সেবার মূল্য সংযোজন কর বা মুসক।

ধরা যাক, কোনো একটি পণ্য ১০০০ টাকায় ক্রয় করে ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে ঐ পণ্যটি ক্রয়ে ১০০০ টাকায় ১৩০.৪৩ টাকা মুসক অন্তর্ভুক্ত ছিল। (হিসাব: $১০০০ \times ১৫/১১৫$ তদ্রূপ, পণ্যটি ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করলে এর মধ্যে ১৯৫.৬৫ টাকা মুসক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (হিসাব: $১৫০০ \times ১৫/১১৫$)

পণ্যটি ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করায় প্রকৃত সংযোজন হবে ৫০০ টাকা এবং বিক্রেতা পণ্যটি ক্রয়কালে মুসকসহ মূল্য পরিশোধ করায় ক্রয়স্তরের অন্তর্ভুক্ত মুসক ফেরত নিয়ে বিক্রয়স্তরে প্রকৃত সংযোজনের উপর অর্থাৎ ৫০০ টাকার উপর মুসক পরিশোধ করবেন।

১৫০০ টাকার উপর পরিশোধযোগ্য মুসক ১৯৫.৬৫ টাকা

১০০০ টাকায় অন্তর্ভুক্ত মুসক ১৩০.৪৩ টাকা

নীট ৫০০ টাকার উপর পরিশোধযোগ্য মুসক ৬৫.২২ টাকা (হিসাব: $৫০০ \times ১৫/১১৫$)

$$\begin{aligned} \text{বিক্রেতার হিসাবের পদ্ধতি} &= \left(১৫০০ \times \frac{১৫}{১১৫} \right) - \left(১০০০ \times \frac{১৫}{১১৫} \right) \\ &= ১৯৫.৬৫ - ১৩০.৪৩ \\ &= ৬৫.২২ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

১.২। মুসক কিভাবে আরোপিত হয়?

উত্তর: করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের ওপর মুসক আরোপিত হয়। আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ব্যতীত সকল আমদানি ও সরবরাহের উপর ১৫ শতাংশ হারে মুসক আরোপিত হবে।

১.৩। মুসক কে পরিশোধ করেন?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বা মুসক ব্যবস্থা হচ্ছে সরবরাহের বা বিক্রয়ের বিপরীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকরণ কর রেয়াত ভিত্তিক কর ব্যবস্থা। সরবরাহকারী কর্তৃক পণ্য বা সেবা

সরবরাহকালে সরবরাহ মূল্যে অন্তর্ভুক্ত মুসকের বিপরীতে ঐ পণ্য বা সেবার ক্রয়কালে ক্রয়মূল্যের উপর পরিশোধিত মুসক রেয়াত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং নীট মুসক পরিশোধ করেন। অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যেই মুসক আদায় করে ক্রয়স্তরের মুসক রেয়াত নিয়ে নীট মুসক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকেন।

মূল্য সংযোজন কর ভোজ্ঞা কর হওয়ায় পণ্য বা সেবার উপর প্রযোজ্য সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ভোজ্ঞাই পরিশোধ করবেন। মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া হিসেবে উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী সবাই প্রত্যেকটি ধাপে বিক্রয়স্তরের সরকারের পক্ষে মুসক আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন।

১.৪। মুসকদাতা কে?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবার সর্বশেষ ভোজ্ঞা হলেন মুসকদাতা। সরবরাহকারী বা বিক্রেতা বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে ক্রেতার নিকট হতে মুসক আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। যেহেতু ভোজ্ঞাই হলেন সর্বশেষ ক্রেতা, সেহেতু চূড়ান্ত মুসকের ভার ভোজ্ঞার উপরই বর্তায়। সরবরাহকারী বা বিক্রেতা শুধুমাত্র বিক্রয়স্তরের আদায়কৃত মুসক সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন।

১.৫। আমি কেন মুসক পরিশোধ করব?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত কারণে আপনি মুসক পরিশোধ করবেন:

- (ক) রাষ্ট্রীয় আইন প্রতিপালনে কর প্রদান একজন নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।
- (খ) দেশের আর্থ-সামাজিক সকল উন্নয়নের কাজ করের টাকা দিয়েই সম্পন্ন হয়। তাই দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ আপনার নাগরিক এবং আইনগত দায়িত্ব।

১.৬। বাংলাদেশে কখন মুসক চালু হয়?

উত্তর: বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই মূল্য সংযোজন কর চালু হয়। ২০১৭ সালের ১ জুলাই হতে নতুন ভ্যাট আইন চালু হবে।

১.৭। মুসকের হার কত?

উত্তর: মুসকের আদর্শ হার ১৫%। আমদানি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে মুসকের হার ১৫% এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে মুসকের হার ০% প্রযোজ্য।

১.৮। ১৯৯১ সনের মুসক ব্যবস্থার আওতায় সর্বশেষ মুসক হারগুলো কত?

উত্তর: ১৯৯১ সনের মুসক ব্যবস্থার আওতায় মূল্য সংযোজনের করের আদর্শহার ১৫%। সর্বশেষ অর্থবছর (২০১৫-১৬) এর বাজেট অনুযায়ী আদর্শহার ব্যতীত কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে

সংকুচিত ভিত্তিমূল্য-ভিত্তিক ১০টি নিম্নতর হার বিদ্যমান আছে। যথা: ১.৫%, ২%, ২.৫%, ৪%, ৫%, ৫.৫%, ৬%, ৭.৫%, ৯% এবং ১০%।

১.৯। মূসক নিবন্ধন ও টার্নওভার কর তালিকাভুক্তির সীমা কত?

উত্তর: নতুন মূসক ব্যবস্থায় নিবন্ধন সীমা ৮০ লক্ষ টাকা এবং তালিকাভুক্তির সীমা ৩০ লক্ষ টাকা।

১.১০। মূসক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে?

উত্তর: সরবরাহের প্রতিটি স্তরে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থা কাজ করে। করদাতা আইন ও বিধি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেক কর মেয়াদে ক্রয়কৃত উপকরণ বা পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত হিসাবে গ্রহণ করেন। সরবরাহের প্রতিটি স্তরেই রেয়াত গ্রহণ ও মূল্য সংযোজনের উপর মূল্য সংযোজন কর প্রদানের মাধ্যমে মূসক চেইন সম্পন্ন হয়।

পর্যায়	মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য মূল্য	মূল্য সংযোজন কর (কর হার ১৫%)	রেয়াত	নীট মূসক	সংযোজন
আমদানি/উপকরণ অর্জন পর্যায় ধরা যাক, আমদানি/উপকরণ অর্জন পর্যায়ে মূল্য ১০০০/-	১০০০/-	১৩০.৪৩/-	০/-	১৩০.৪৩/-	১০০০/-
উৎপাদন পর্যায় ধরা যাক, উৎপাদন পর্যায়ে উৎপাদনকারীর বিক্রয়মূল্য ১৫০০/-	১৫০০/-	১৯৫.৬৫/-	১৩০.৪৩/-	৬৫.২২/-	৫০০/-
পাইকারী পর্যায় ধরা যাক, পাইকারী পর্যায়ে বিক্রোতার বিক্রয়মূল্য ২০০০/-	২০০০/-	২৬০.৮৭/-	১৯৫.৬৫/-	৬৫.২২/-	৫০০/-
খুচরা পর্যায় ধরা যাক, খুচরা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য ২৫০০/-	২৫০০/-	৩২৬.০৯/-	২৬০.৮৭/-	৬৫.২২/-	৫০০/-
ভোক্তার পরিশোধিত কর (চূড়ান্ত মূল্য ২৫০০/- এর উপর)		৩২৬.০৯/-			

১.১১। আমি কিভাবে বুঝবো যে, আমার ব্যবসায়ে মূসক প্রযোজ্য হবে কিনা?

উত্তর: আইনের প্রথম ভফসিলে বর্ণিত পণ্য বা সেবা যদি আপনার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়, তাহলে আইন অনুসারে আপনার ব্যবসায়ে মূসকের বাধ্যবাধকতা উদ্ভব হবে না।

তাছাড়া আপনার ব্যবসায়ের বাৎসরিক টার্নওভার এর ভিত্তিতে ব্যবসায়ের মূসক প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করতে পারবেন (প্রশ্ন ২.২ দেখুন)। তবে আপনার ব্যবসায়ের বাৎসরিক টার্নওভার যাই হোক না কেন আপনি চাইলে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করে মূসক প্রদান করতে পারবেন।

১.১২। নতুন মূসক আইনের আওতায় কর কাকে বলে?

উত্তর: নতুন মূসক আইনের আওতায় কর বলতে মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডকে বোঝাবে।

১.১৩। মূসক ব্যবস্থায় ভোক্তার দায়িত্ব কী?

উত্তর: ক্রয়ের সময় বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয় চালান বুঝে নেওয়াই একজন ভোক্তার দায়িত্ব। কেননা তিনি যদি ঠিকমতো মূসক চালান বুঝে নেন তাহলে এই চালানে অন্তর্ভুক্ত মূসক সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা নিশ্চিত করা যাবে।

১.১৪। একজন বিক্রেতা মূসক চালানপত্র না দিতে চাইলে ক্রেতা কী করতে পারেন?

উত্তর: মূসক চালানপত্র প্রদান করা যেমন একজন বিক্রেতার দায়িত্ব, তেমনি চালানপত্র ঠিকভাবে বুঝে নেওয়াও একজন ক্রেতার দায়িত্ব। কোনো কারণে বিক্রেতা মূসক চালানপত্র দিতে না চাইলে তিনি এ দায়িত্ব সম্পর্কে বিক্রেতাকে অবহিত করবেন, কেননা ঠিকমতো মূসক চালান বুঝে নেওয়া হলে চালানে অন্তর্ভুক্ত মূসক সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা হবে। এর পরেও বিক্রেতা মূসক চালানপত্র না দিতে চাইলে তিনি অনলাইনে মূসক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করতে পারেন অথবা নিকটবর্তী মূসক কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারবেন।

নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি

২.১। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় যেকোনো আমদারিকারক, রপ্তানিকারক বা করযোগ্য সরবরাহ প্রদানকারীকে মূসক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। মূসক ব্যবস্থার সাথে এই সম্পৃক্তি সম্পন্ন হয় নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মাধ্যমে। তাকে মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করে মূসক আইনের প্রতিপালন করতে হয়। মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বলা হয়।

২.২। কখন আমাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর: অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ৮০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে নিবন্ধন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ৩০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবশ্যিকতা সৃষ্টি হওয়ার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপনাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

২.৩। ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন) কি?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের ওপর ভিত্তি করে যে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করেন তাই ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা। এ শনাক্তকরণ সংখ্যার মাধ্যমে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও কার্যক্রম বোঝা যায় না। ৯ অংকের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যা দ্বারা একজন করদাতাকে চিহ্নিত করা হয়। এনবিআর-এর ওয়েবসাইট হতে এ নম্বরটি দিয়ে করদাতার ব্যবসার পরিস্থিতি জানা যাবে।

২.৪। আমি কীভাবে একটি বিআইএন পেতে পারি?

উত্তর: আপনার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সীমা বার্ষিক টার্নওভারের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে ফরম মূসক-২.১ এ কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে। যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর মূসক সিস্টেম হতে তিন কার্যদিবসের মধ্যে আপনার অনুকূলে ফরম মূসক-২.৩ এ বিআইএন সংবলিত একটি নিবন্ধন সনদপত্র/টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি সনদপত্র ইস্যু করা হবে।

২.৫। একটি বিআইএন থাকার সুফল কি কি?

উত্তর: বিআইএন-এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসার আইনগত বৈধতা তৈরি হয়। নিম্নলিখিত সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবেন:

- ব্যাগেজ আমদানি ব্যতীত অন্য সকল আমদানি-রপ্তানির কার্যক্রম;
- নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নামে ভূমি বা ভবন নিবন্ধন করা;
- আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণ;
- উৎসে কর্তনকারী সত্তায় কোনো সরবরাহ প্রদান;
- কোনো টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করা;
- কোনো সংস্থায় তালিকাভুক্ত হওয়া;
- বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তি;
- নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ব্যাংক ঋণ অনুমোদন।

২.৬। মূসক সম্মাননাপত্র কি?

উত্তর: কোনো করদাতা সংশ্লিষ্ট এক বছরের সকল কর মেয়াদের মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র দাখিল করলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম হতে মূসক-১৮.৫ ফরমে করদাতাকে যে স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হবে তাকে মূসক সম্মাননাপত্র বলে।

২.৭। আমি কীভাবে একটি সম্মাননাপত্র পেতে পারি?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের সকল করমেয়াদের মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র দাখিল করলেই ঐ অর্থবছর শেষের পরবর্তী এক মাসের মধ্যে মূসক-১৮.৫ ফরমে একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে। এর জন্য কোনো আবেদনের প্রয়োজন নেই। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা প্রেরণ করবে। এই সম্মাননাপত্রের কার্যকারিতা পরবর্তী এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

২.৮। একটি সম্মাননাপত্র থাকার সুবিধা কি কি?

উত্তর: একটি সম্মাননাপত্রের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি মূসক আইনের আওতায় নিম্নলিখিত সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবেন, যথা:

- আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ নবায়ন;
- উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ প্রদান;
- টেন্ডারে অংশগ্রহণ;
- কোনো সংস্থার তালিকাভুক্তি গ্রহণ;

- বন্ড লাইসেন্স নবায়ন;
- ব্যাংক ঋণ অনুমোদন / নবায়ন;
- স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন; ইত্যাদি।

এছাড়াও, করদাতা প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা যেমন, বিভিন্ন হাসপাতাল, হোটেল, রেস্টোরাঁ, সুপার শপ, ব্রান্ডেড শপ, বিমান টিকিট ইত্যাদিতে মূল্যছাড় এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাবে।

২.৯। আমার ব্যবসায়ের বাৎসরিক টার্নওভার কীভাবে হিসাব করব?

উত্তর: ১২ (বার) মাস সময়ে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ যোগ করে আপনার ব্যবসায়ের বাৎসরিক টার্নওভার হিসাব করবেন।

নিবন্ধন গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের বাৎসরিক টার্নওভার হিসাবের পদ্ধতি:

- **চলমান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে:** পূর্ববর্তী মাসের (করমেয়াদের) শেষ দিন হতে বিগত ১২ মাসের মোট টার্নওভার হিসাব করে।

ধরা যাক, জানুয়ারি ২০১৭ মাস চলমান থাকলে পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে বিগত ১২ মাসের হিসেবে ০১ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালের ব্যবসায়িক টার্নওভার হিসাব করতে হবে।

- **নতুন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে:** (ক) প্রকৃত টার্নওভারের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী মাসের (করমেয়াদের) প্রথম দিন হতে পরবর্তী ১২ মাসের মোট টার্নওভার প্রাক্কলন করে।

অর্থাৎ আমি আমার সম্পূর্ণ নতুন ব্যবসাকে নিবন্ধিত করতে পূর্ববর্তী মাসের প্রথম দিন হতে পরবর্তী ১২ মাসের মোট টার্নওভার প্রাক্কলন করবো।

উদাহরণ: ধরা যাক, জানুয়ারি ২০১৭ মাস আপনি নতুন ব্যবসা চালু করতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় পূর্ববর্তী মাসের প্রথম দিন ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে পরবর্তী ১২ মাসের হিসাবে ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ সময়কালের ব্যবসায়িক টার্নওভার হিসাব করতে হবে।

(খ) প্রাক্কলিত টার্নওভারের ভিত্তিতে নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি যে মাসে (করমেয়াদে) তার নিবন্ধনের সম্ভাব্যতা যাচাই করবেন তিনি তার পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হতে পরবর্তী ১২ মাসের মোট টার্নওভার প্রাক্কলন করে যদি তা নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করবে বলে মনে করেন তাহলে মূসকের জন্য নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

২.১০। আমি কীভাবে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত হতে পারি?

উত্তর: নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবশ্যিকতা উদ্ভূত হলে আপনাকে ফরম মূসক-২.১ এ সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

কমিশনার প্রাপ্ত আবেদনের তথ্য যথাযথ সাপেক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আপনাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করবেন এবং মূসক সিস্টেম আপনার অনুকূলে মূসক-২.৩ ফরমে ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা সংবলিত একটি নিবন্ধন বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিপত্র জারি করবেন। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সনদ পাওয়া যাবে।

২.১১। আমি একটি গ্রুপ অব কোম্পানির প্রধান যা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত। আমাকে প্রতিটি কোম্পানির জন্য আলাদা নিবন্ধন নিতে হবে নাকি গ্রুপের জন্য একটি নিবন্ধনই চলবে?

উত্তর: মূসক ব্যবস্থায় গ্রুপ অব কোম্পানির কোনো ধারণা নেই। ফলে গ্রুপ অব কোম্পানির নামে নিবন্ধনেরও কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি কোম্পানি এক একটি আলাদা আইনগত সত্তা বিধায় প্রতি কোম্পানির জন্যই একটি করে নিবন্ধন লাগবে।

২.১২। আমার কোম্পানির বেশ কিছু শাখা আছে। ১৯৯১ সনের আইনের আওতায় আমি প্রতিটি শাখার জন্য আলাদা আলাদা বিআইএন নিয়ে ব্যবসা করছি। আমাকে কী নতুন আইনের আওতায় প্রতিটি শাখার জন্য আলাদা আলাদা নিবন্ধন নিতে হবে নাকি কোম্পানি জন্য একটিই নিবন্ধন নিতে হবে?

উত্তর: একটি নিবন্ধন নিতে হবে।

২.১৩। কমিশনার কি নিজ হতে আমাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করতে পারেন?

উত্তর: কমিশনার যদি যথাযথ অনুসন্ধানের পর মনে করেন যে আপনি নিবন্ধনযোগ্য তাহলে তিনি স্ব-উদ্যোগে আপনাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

২.১৪। আইনের আওতায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির গ্রহণ করতে হবে কি?

উত্তর: অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

২.১৫। অব্যাহতি প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় ব্যবসা করলেও আমি স্বেচ্ছা নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারব কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পারবেন।

২.১৬। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সময় প্রদত্ত তথ্য আমি কীভাবে পরিবর্তন করতে পারবো?

উত্তর: নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সময় প্রদত্ত তথ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন করতে চাইলে আপনি নিজেই তা করতে পারবেন, তবে তথ্য পরিবর্তনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মূসক-২.৬ ফরমে কমিশনারকে অনলাইনে অবহিত করতে হবে।

২.১৭। আমার ব্যবসায়ের ঠিকানা একস্থান হতে অন্য স্থানে কীভাবে স্থানান্তর করতে পারি?

উত্তর: ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে ফরম মূসক-২.৭ ফরমে কমিশনার বরাবর আবেদন করে আবেদনের যথার্থতা সাপেক্ষে ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন।

২.১৮। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সময় কি কি দলিল দাখিল করতে হবে?

উত্তর: নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সময় কোনো দলিলাদি দাখিলের প্রয়োজন হবে না। মূসক-২.১ ফরম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফরম মূসক-২.২) পূরণ করে মূসক নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবেদন করতে হবে।

২.১৯। কোনো আবাসিক এলাকায় কি নিবন্ধন গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: মূসক আইনের আওতায় নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। নতুন ব্যবস্থায় নিবন্ধন গ্রহণের জন্য ট্রেড লাইসেন্স বা এধরনের কোনো দলিলাদিরও প্রয়োজন নেই। পোস্টাল কোডের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধন প্রদান করা হবে। ফলে বাংলাদেশের যেকোনো জায়গা হতেই নিবন্ধন গ্রহণ করা যাবে।

২.২০। আমি তালিকাভুক্তি হতে নিবন্ধনে বা নিবন্ধন হতে তালিকাভুক্তিতে পরিবর্তন করতে পারি?

উত্তর: হ্যাঁ, পারবেন। বার্ষিক টার্নওভার সীমার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ তালিকাভুক্ত বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ৮০ লক্ষ টাকার উপর হলে তালিকাভুক্তি হতে নিবন্ধনে এবং নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ৮০ লক্ষ টাকা বা তার কম কিন্তু ৩০ লক্ষ টাকার উপর হলে নিবন্ধন হতে তালিকাভুক্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন।

২.২১। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ফরম কোনগুলো?

উত্তর: নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ফরমগুলো নিম্নরূপ:

ক্র: নং	বিবরণ	ফরম নং
১	কেন্দ্রীয় নিবন্ধন / তালিকাভুক্তি	২.১
২	শাখা নিবন্ধন	২.২
৩	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্র/ টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি সনদপত্র	২.৩
৪	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন/টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিল ও কর-প্রকৃতি পরিবর্তনের আবেদনপত্র	২.৪
৫	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন/টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য চূড়ান্ত দাখিলপত্র	২.৫
৬	নিবন্ধন/তালিকাভুক্তি পরবর্তী তথ্যের পরিবর্তন বা নতুন তথ্য সংযোজন কমিশনারকে অবহিতকরণ	২.৬
৭	ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তনের আবেদন	২.৭

২.২২। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবেদন কোথায় দাখিল করতে হবে?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত স্থানে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে:

- অনলাইন বোর্ডের ওয়েব পোর্টালে
- বোর্ড পরিচালিত কেন্দ্রীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে
- আবেদনকারীর জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কোনো কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা বিভাগীয় দপ্তরে
- বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সেবা কেন্দ্রে
- বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত কোনো মেলায় এবং
- বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো স্থানে।

২.২৩। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সনদ প্রদর্শন করতে প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে। নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা তার সত্যায়িত অনুলিপি এমনভাবে প্রদর্শন করবেন যাতে তা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

২.২৪। আমি কীভাবে আমার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করতে পারি?

উত্তর: আপনার ব্যবসায়ের নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের পরিস্থিতি ঘটলে মূসক-২.৪

ফরম-এ কমিশনার বরাবর নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন বাতিলের কারণ যুক্তিসঙ্গত মনে করলে কমিশনার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করে ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করবেন। চূড়ান্ত দাখিলপত্র পেশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্যাদি যথাযথ প্রাতিসাপেক্ষে, কমিশনার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন।

২.২৫। পুরাতন ও নতুন আইনের নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত পার্থক্যগুলো কি?

উত্তর: পুরাতন ও নতুন আইনে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত পার্থক্যগুলো হলো:

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুদক আইন, ২০১২
<ul style="list-style-type: none"> নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মূল ভিত্তি হলো ভৌগোলিক অবস্থান একটি কোম্পানির একাধিক শাখা ইউনিট থাকলে সাধারণভাবে একাধিক নিবন্ধন প্রযোজ্য একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এক শাখা হতে অন্য শাখায় উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের সময় সরবরাহ দেখিয়ে কর পরিশোধ করতে হয় বিধায় কৃত্রিম সরবরাহ সৃষ্টি করতে হয় এক প্রতিষ্ঠানের একাধিক নিবন্ধন থাকায় প্রতিটি ইউনিট-ই আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেক শাখাকেই মুসক পরিশোধসহ আলাদা হিসাব রাখতে হয়, আলাদা অডিটও হয় ১১ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু করা হতো যা হতে কমিশনারেট, সার্কেল বোঝা যায় ব্যবসায়ের ঠিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে বিআইএন পরিবর্তন হয় নিবন্ধনের জন্য অনেক রকম দলিলাদির প্রয়োজন ছিল নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি প্রদান করা হতো বিভাগীয় দপ্তর হতে। 	<ul style="list-style-type: none"> নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মূল ভিত্তি হলো প্রতিষ্ঠানের হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি একটি কোম্পানির একাধিক শাখা ইউনিট থাকলেও সাধারণভাবে একটি নিবন্ধন প্রযোজ্য একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এক শাখা হতে অন্য শাখায় উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের সময় তাকে সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়না বিধায় কৃত্রিম সরবরাহ সৃষ্টি করতে হয় না এক প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা ইউনিটের জন্য একটিই নিবন্ধন থাকায় প্রতিটি ইউনিট আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং প্রত্যেক শাখাকেই মুসক পরিশোধসহ আলাদা হিসাব রাখতে হয় না, শুধু শাখার জন্য প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ করতে হয় ৯ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু করা হয়- যা হতে কমিশনারেট, সার্কেল বোঝা যায় না ব্যবসায়ের ঠিকানা পরিবর্তন হলেও বিআইএন পরিবর্তন হয় না নিবন্ধনের জন্য কোনো রকম দলিলাদির প্রয়োজন নেই নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি প্রদান করা হয় কমিশনারেট দপ্তর হতে।

২.২৬। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সনদ হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে আমি কী করব?

উত্তর: মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি সনদ হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম থেকে আবার প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা আপনার ইতোপূর্বে প্রেরিত ইমেইল হতেও তা প্রিন্ট করতে পারেন। আপনি অনলাইনে বা কাগজে যেভাবেই আবেদন করেন না কেন অনলাইন সিস্টেম থেকে নিবন্ধন তৈরি হবে।

২.২৭। নতুন আইনের আওতায় বর্তমানে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করদাতার পুনঃনিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি পদ্ধতি কি হবে?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণকে নতুন আইনের আওতায় পুনঃনিবন্ধন বা পুনঃতালিকাভুক্ত হতে হবে।

২.২৮। অনলাইনে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবেদনের কোনো সুযোগ আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে। অনলাইন ভিত্তিক আবেদন-ই হবে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির প্রধান মাধ্যম। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবেই নিবন্ধন পেয়ে যাবেন।

২.২৯। অনলাইনে আবেদনের পদ্ধতি কি?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে অনলাইনে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারবেন-

ধাপ-১: প্রথমেই www.nbr.gov.bd তে যান। অনলাইন মূসক নিবন্ধন নির্বাচন করুন। আপনি ভ্যাট অনলাইন পোর্টালে পৌঁছে যাবেন।

ধাপ-২: সেখানে প্রথমে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি যোগ্য ব্যক্তির নামে Usar ID এবং Password তৈরি করুন।

ধাপ-৩: Usar ID এবং Password ব্যবহার করে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে প্রবেশ করুন। নিবন্ধন নির্বাচন করে মূসক-২.১ ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করুন।

ধাপ-৪: দাখিল সঠিক হলে মূসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি সনদ তৈরি হবে। আপনি সিস্টেম থেকে তা পেয়ে যাবেন। তা আপনার ইমেইলেও প্রেরণ করা হবে।

বি.দ্র.: অনলাইন আবেদনের পূর্বে এনবিআর-এর ওয়েবসাইট হতে এ সংক্রান্ত ব্যবহারিক গাইড পড়ে নিন। এছাড়াও এ সংক্রান্ত ভিডিও দেখাসহ বিস্তারিত জানতে www.nbrelearning.gov.bd হতে প্রশিক্ষণও গ্রহণ করতে পারেন।

কর আরোপ

৩.১। বাংলাদেশে প্রযোজ্য করহার কত?

উত্তর: বাংলাদেশে প্রযোজ্য কর হারগুলো নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে প্রযোজ্য মুসকের আদর্শ হার ১৫%;
- রঙানি ০%;
- ৩০ লক্ষ টাকার ওপর হতে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার সম্পন্ন করদাতার ওপর প্রযোজ্য টার্নওভার কর ৩% (তাদের ক্ষেত্রে মুসক প্রযোজ্য নয়);
- বিলাসপণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে সম্পূরক শুল্ক;
- অন্য কোনো নিম্নহার নেই।

৩.২। মুসক কোথায় আরোপিত হয়?

উত্তর: সকল করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের ওপর মুসক আরোপিত হয়।

৩.৩। কোন অবস্থায় কে মুসক পরিশোধ করেন?

উত্তর: মুসক পরিশোধ করেন-

- আমদানির ক্ষেত্রে - আমদানিকারক;
- বাংলাদেশে করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে - সরবরাহকারী;
- নিলামকারী কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে - নিলামকারী;
- উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে - উৎসে কর্তনকারী;
- সেবা আমদানির ক্ষেত্রে - সেবা গ্রহণকারী।

৩.৪। কোন কোন সরবরাহ বাংলাদেশে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে?

উত্তর: আবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহ অথবা অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট স্থান হতে প্রদত্ত সরবরাহ বাংলাদেশে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৩.৫। অনাবাসিক ব্যক্তি কে? তিনি কীভাবে বাংলাদেশে ব্যবসা করবেন?

উত্তর: যে ব্যক্তি আবাসিক নহেন তিনি-ই অনাবাসিক ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে আবাসিক ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি-

- স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন; বা
- চলতি বর্ষপুঞ্জির ১৮২ দিনের অধিক বাংলাদেশে অবস্থান করেন; বা
- কোনো বর্ষপুঞ্জির ৯০ দিনের অধিক বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং উক্ত বর্ষপুঞ্জির অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বছরের মধ্যে ৩৬৫ দিনের অধিক বাংলাদেশে অবস্থান করেন

কোনো অনাবাসিক ব্যক্তি বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট স্থান হতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চাইলে তিনি একজন মুসক এজেন্ট নিয়োগ করে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা ব্যবসা পরিচালনা করবেন।

৩.৬। মুসক এজেন্ট-এর ন্যূনতম যোগ্যতা কী?

উত্তর: মুসক এজেন্ট-এর নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক যোগ্যতা থাকতে হবে:

- আইনের ধারা ১৩০ এর অধীন নিযুক্ত মুসক পরামর্শক;
- ইন্সটিটিউট বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর নিবন্ধিত সদস্য; বা
- ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) এর নিবন্ধিত সদস্য; বা
- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত কোনো আইনজীবী; বা
- সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, মূল্য সংযোজন কর বিভাগের এমন কোনো অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা; বা
- এফবিসিসিআই কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি।

৩.৭। একজন অনাবাসিক ব্যক্তি কীভাবে একজন মুসক এজেন্ট নিয়োগ দেবেন?

উত্তর: অনাবাসিক ব্যক্তি একজন মুসক এজেন্ট নিয়োগ করতে চাইলে অনাবাসিক ব্যক্তি উক্ত মুসক এজেন্টের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে মুসক-৩.৪ ফরম-এ পূরণ করে কমিশনার বরাবর প্রদান করবেন। এ প্রক্রিয়াই মুসক এজেন্ট নিয়োগের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে। সব তথ্য ঠিক থাকলে মুসক সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে এজেন্টকে সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে নোটিশ প্রদান করবেন। মুসক এজেন্ট সম্মতি জ্ঞাপন করলে তাহার নিয়োগ কার্যকর হবে। সব তথ্য ঠিক থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার পুরো প্রক্রিয়ায় অবহিত হবেন।

৩.৮। একজন মুসক এজেন্টের দায়িত্ব কি?

উত্তর: একজন মুসক এজেন্ট অনাবাসিক ব্যক্তির পক্ষে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করবেন, যথা:

- নিবন্ধন;
- দাখিলপত্র প্রদান;
- কর পরিশোধ;
- আমদানি রশ্তানি;
- নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ মুসক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

৩.৯। রিভার্স চার্জ কী? এটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়?

উত্তর: রিভার্স চার্জ আমদানি স্তরে সেবাপ্রদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার নিকট হতে কর আদায়কে রিভার্স চার্জ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ‘ক’ কোম্পানি তাদের পণ্য ভারতে বাজারজাত করতে চায়। এক্ষেত্রে ‘ক’ কোম্পানি বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে তাদের পণ্যের প্রসার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ঐ দেশে কনসালটেন্ট নিয়োগ করলে ঐ কনসালটেন্ট ‘ক’ কোম্পানির পণ্যের প্রসার সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে যে পরামর্শ প্রদান করবে তা ‘ক’ কোম্পানির জন্য সেবা আমদানি। পরামর্শ বা, সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ‘ক’ কোম্পানি একইসাথে সেবার আমদানিকারক এবং গ্রহীতা। ‘ক’ কোম্পানি আমদানিকৃত এ ধরনের পরামর্শ বা, সেবা কারো কাছে হস্তান্তর/ বিক্রয় বা, সরবরাহও করবেন না। তারা এ ধরনের পরামর্শ নিজেদের ব্যবসা বিদেশের বাজারে প্রসারের জন্য ব্যবহার করবেন।

‘ক’ কোম্পানি পরামর্শ বাবদ যে সেবাটি আমদানি করবে সেটি নিজস্ব চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হবে এবং পরামর্শের বিপরীতে পরামর্শককে ব্যাংকিং চ্যানেলে বা, নির্ধারিত উপায়ে বিল পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক ও সেবা গ্রহীতা হিসেবে ‘ক’ কোম্পানি সমুদয় বিলের উপরে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবে। নিবন্ধিত নন এরকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিভার্স চার্জ প্রযোজ্য নয়।

৩.১০। শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ কি?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ হবে:

- বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ;
- রশ্তানির নিমিত্তে পণ্যের সরবরাহ;

- বাংলাদেশের বাহিরে প্রদত্ত সেবার সরবরাহ;
- অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত পণ্য (উদ্দেশ্য সম্পন্ন হলে পণ্যটি ফেরত পাঠাতে হবে);
- আন্তর্জাতিক পরিবহণে সরবরাহকৃত সেবা।

৩.১১। কোন কোন সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হবে:

- বাংলাদেশের বাহিরে প্রদত্ত সেবার সরবরাহ;
- আন্তর্জাতিক পরিবহনে সরবরাহকৃত সেবা;
- অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত পণ্যের মেরামত, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তন ইত্যাদি কাজে প্রদত্ত সেবা;
- মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের অনুকূলে প্রদত্ত সেবা সরবরাহ;
- কোনো ব্যক্তি ওয়ারেন্টিয়ুক্ত কোনো পণ্য আমদানি করলে, ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে কোনো মেরামত বা প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক দেশে প্রেরণ করা হলে এ সংক্রান্ত সকল সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট হবে।

৩.১২। কোন কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত?

উত্তর: নিম্নে বর্ণিত সরবরাহসমূহ মুসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে:

- প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোনো সরবরাহ বা আমদানি; এবং
- অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গ্রহণের অধিকার বা ভবিষ্যৎ ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার সংক্রান্ত সরবরাহ।

অর্থাৎ প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবার সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। প্রথম তফসিলে মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, ঔষধ, শিক্ষা ইত্যাদি), কৃষি, স্বাবর সম্পত্তি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত অব্যাহতির তালিকা দেওয়া আছে।

কর আদায়

8.1। আমদানির উপর মুসক প্রযোজ্য কি?

উত্তর: প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবার আমদানি ব্যতীত সকল আমদানির ওপর মুসক প্রযোজ্য। প্রথম তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত মৌলিক খাদ্য, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, নির্ধারিত শিক্ষা সংক্রান্ত পণ্য বা সেবার আমদানি মুসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

পণ্য বা সেবা আমদানির উপর (প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবা ব্যতীত) আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হোক বা না হোক মুসক প্রযোজ্য হবে।

8.2। আমদানিতে মুসক আরোপযোগ্য মূল্য ও কর কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়?

উত্তর: আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্যের সাথে সকল কর যোগ করে (মুসক এবং আগাম আয়কর ব্যতীত) মুসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ব্যতীত অন্য কোনো কর আরোপিত না থাকলে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্যই হবে ঐ পণ্য বা সেবার মুসক আরোপযোগ্য মূল্য।

মুসক আরোপযোগ্য মূল্যের ওপর সরাসরি ১৫% গুণ করে আমদানির ক্ষেত্রে মুসক নিরূপণ করতে হবে।

- আমদানি স্তরে আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানির প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষ সম্পূরক শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি ইত্যাদি প্রযোজ্য হয়।

আমদানি স্তরে মুসক নিরূপণ পদ্ধতি:

মুসক আরোপযোগ্য মূল্য = সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুল্ক

**সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য = শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য + আমদানি শুল্ক +
রেগুলেটরি ডিউটি + অন্যান্য শুল্ক**

আগাম কর আরোপযোগ্য মূল্য = মুসক আরোপযোগ্য মূল্য

উদাহরণ: কোনো পণ্যের আমদানির ওপর ২৫% আমদানি শুল্ক (CD), ৩% রেগুলেটরি ডিউটি (RD), ২০% সম্পূরক শুল্ক (SD), ১৫% মুসক (VAT), ৩% আগাম কর (AT), ৫% আগাম আয়কর (AIT) আরোপিত আছে। আমদানি পর্যায়ে পণ্য চালানটির শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য (AV) ৫০,০০০.০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে কোনো করের জন্য ভিত্তিমূল্য এবং প্রযোজ্য শুল্ক-করের পরিমাণ নির্ণয় করা যাক।

কর	ভিত্তিমূল্যের সূত্র	ভিত্তিমূল্য	হার	শুল্ক-কর
আমদানি শুল্ক	AV	৫০,০০০.০০	২৫%	১২,৫০০.০০
রেগুলেটরি ডিউটি	AV	৫০,০০০.০০	৩%	১,৫০০.০০
সম্পূরক শুল্ক	AV+CD+RD	৬৪,০০০.০০	২০%	১২,৮০০.০০
মূসক	AV+CD+SD+RD	৭৬,৮০০.০০	১৫%	১১,৫২০.০০
আগাম কর	AV+CD+SD+RD	৭৬,৮০০.০০	৩%	২,৩০৪.০০
আগাম আয়কর	AV	৫০,০০০.০০	৫%	২,৫০০.০০
মোট শুল্ক-কর				৪০,৬২৪.০০

৪.৩। আগাম কর কি? আগাম করের হার কত? আগাম কর সমন্বয়যোগ্য কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আগাম যে মূসক বা টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে তাকে আগাম কর বলা হয়।

করযোগ্য আমদানি মূল্যের সাথে ৩ (তিন) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হবে।

আগাম কর উপকরণ কর হিসেবে রেয়াতযোগ্য নয় তবে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে দাখিলপত্র হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।

ধরা যাক, কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি আমদানিকালে অন্যান্য করের সাথে ২৫০০০/- আগাম কর পরিশোধ করেছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তি ঐ করমেয়াদে বা তৎপরবর্তী দুই করমেয়াদের মধ্যে প্রদেয় কর হতে উক্ত পঁচিশ হাজার টাকা হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে বিয়োগ করবেন।

৪.৪। অনিবন্ধিত আমদানিকারকের পরিশোধিত আগামকর কীভাবে ফেরত প্রদান করা হবে?

উত্তর: অনিবন্ধিত আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের সর্বশেষ ভোক্তা হলে পরিশোধিত আগামকর ফেরত পাওয়ার যোগ্য হবেন।

আমদানিকারকে আগাম কর পরিশোধের ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত পাওয়ার জন্য ফরম মূসক- ৪.১ এ নিকটবর্তী যেকোনো কমিশনারের নিকট অনলাইনে আবেদন করবেন। আবেদন

যথাযথ হলে কমিশনার ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত প্রদান করে ফেরতের অর্থ আবেদনকারীকে চেকে প্রদান অথবা, তার ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবেন। আগাম করের অর্থ ফেরতের আবেদন শুধু অনলাইনেই করা যাবে।

৪.৫। সরবরাহের মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে?

উত্তর: সরবরাহের প্রকৃত মূল্যই হবে মুসক হিসাবের জন্য ভিত্তি মূল্য।

- মূল্য হবে করযোগ্য সরবরাহের পণ হতে উক্ত পণের কর ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করে যে মূল্য পাওয়া যাবে-
 - আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্য হবে করযোগ্য সরবরাহ মূল্য
 - অন্যান্য ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্য হবে ন্যায্য বাজার মূল্য হতে কর ভগ্নাংশ বিয়োগ করে প্রাপ্ত মূল্য।
- সকল মূল্য হবে মুসকসহ (VAT Inclusive)
 - কর-ভগ্নাংশ দিয়ে গুণন করে মুসকের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
উদাহরণ: ধরা যাক একটি রেস্টোরাঁর ব্যবসায়ী খাবারের মূল্য ৩০০ টাকা।
সে ক্ষেত্রে মুসকের পরিমাণ হবে: $৩০০ \times \text{কর-ভগ্নাংশ} = ৩০০ \times ১৫/১১৫ = ৩৯.১৩$ টাকা।
 - সরবরাহের মূল্য হবে $(৩০০ - ৩৯.১৩)$ টাকা = ২৬০.৮৭ টাকা।

৪.৬। সরবরাহের কোন সময়ে মুসক প্রদেয় হয়?

উত্তর: করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোনো কার্যাবলীর মধ্যে যেটি সবার আগে ঘটবে তখন মুসক প্রদেয় হবে-

সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে-

- যখন সরবরাহ প্রদান করা হয়;
- যখন চালানপত্র ইস্যু করা হবে;
- যখন সরবরাহের আংশিক বা সমুদয় মূল্য গ্রহণ করা হবে।

আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে-

- প্রত্যেকটির বিপরীতে পৃথক চালানপত্র ইস্যু করা হয়;
- প্রত্যেকটির বিপরীতে পণ্যের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হবে;
- মূল্য প্রদেয় হয়;
- যখন প্রদেয়ের পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যায়।

৪.৭। কখন সরকারি কোষাগারে কর পরিশোধ করতে হয়?

উত্তর: প্রতি করমেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর পরিশোধ করতে হবে।

৪.৮। আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ কি?

উত্তর: আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ হলো:

- কোনো চুক্তির অধীন আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তাধীনে প্রদত্ত কোনো সরবরাহ;
- কোনো লিজ, হায়ার পারচেজ (ফাইন্যান্স লিজসহ) এর অধীন প্রদত্ত কোনো সরবরাহ;
- নির্মাণ বা প্রকৌশলগত কার্যক্রম, ভবন পুনর্গঠন বা বর্ধিতকরণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত কোনো সরবরাহ।

৪.৯। একক ও বহুবিধ সরবরাহে কীভাবে কর আরোপিত হয়?

উত্তর: একক ও বহুবিধ সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কর আরোপিত হবে:

- প্রতিটি সরবরাহ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বলে গণ্য হবে;
- একক সরবরাহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সরবরাহকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করা যাবে না;
- সরবরাহটি এক বা একাধিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত হলে তা একক সরবরাহ হবে এবং অন্যান্য উপাদান উক্ত একক সরবরাহের অংশ হিসাবে গণ্য হবে;
- কোনো সরবরাহকে মূল সরবরাহের সহায়ক হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৪.১০। টাকার বদলে উৎপাদিত পণ্য বা সরবরাহযোগ্য সেবার মাধ্যমে কর্মচারীর বেতন পরিশোধ করলে তাতে মুসকের প্রভাব কি হবে?

উত্তর: টাকার বদলে উৎপাদিত পণ্য বা সরবরাহযোগ্য সেবার মাধ্যমে কর্মচারীর পূর্ণ বা আংশিক বেতন পরিশোধ করলে তা সরবরাহকারীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উক্ত পণ্য বা সেবার ন্যায্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে মুসক প্রযোজ্য হবে।

৪.১১। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে মুসক কীভাবে পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কর মেয়াদে যে পরিমাণ কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হবে সে পরিমাণ অর্থের উপর কর হবে। সে পরিমাণ অর্থের ওপর সমুদয় মুসকের আনুপাতিক হারে মুসক প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, কোনো একটি পণ্যের সরবরাহ মূল্য ৪০,০০০ টাকা। ক্রেতা শর্তানুযায়ী ৪ কিস্তিতে এক-চতুর্থাংশ হারে মূল্য পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা ১ম কিস্তিতে এক চতুর্থাংশ হারে ১০,০০০ পরিশোধ করলে বিক্রেতা ঐ কিস্তির জন্য ১০,০০০ এর ওপর মুসক প্রদান করবেন।

৪.১২। টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্ব ভোগী কে?

উত্তর: কোনো টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক কোনো আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যমূল্য ছাড়সহ যে সকল পরিবেশক, প্রতিনিধি বা ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করা হয় তাকে টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্ব ভোগী বলে।

৪.১৩। আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য কি?

উত্তর: যে ক্ষেত্রে কোনো টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য সরবরাহ করেন, তাই আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য।

৪.১৪। টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কে?

উত্তর: টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহকারী হলো মূল টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী। টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৪.১৫। লটারী বা লাকি ড্র কি করযোগ্য?

উত্তর: অনুযায়ী লটারি, লাকি ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র বা অনুরূপ উদ্যোগ পরিচালনা করযোগ্য। কোনো ব্যক্তি লটারি বা লাকি ড্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিবেশক বা প্রতিনিধির নিকট মূল্যছাড় প্রদান করে বিক্রীত টিকিটের ক্ষেত্রে উক্ত ছাড় হিসেবে গণ্য না করে উহার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যা করযোগ্য। অর্থাৎ বিক্রিত টিকিটের চূড়ান্ত পণ হবে টিকিটের মূল্য।

৪.১৬। কোন সরবরাহ বাতিল হলে কি ঘটবে?

উত্তর: কোনো সরবরাহ বাতিল হলে এবং সরবরাহকারীর পূর্বে গৃহীত পণ ফেরত প্রদান কালে বাতিল করার কারণে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পণের যে অংশ রেখে দেওয়া হয় তার উপর প্রযোজ্য কর সমন্বয় করা হবে এবং সরবরাহের লেনদেন বাতিল হলে এবং উক্ত বাতিলের সরবরাহকারী গ্রহীতার নিকট হতে কোনো অর্থ আদায় করলে, যেই কর মেয়াদে তা আদায় করা হয় সেই কর মেয়াদে উক্ত আদায়কৃত অর্থ সরবরাহের পণ হিসাবে গণ্য হবে এবং কর প্রদেয় হবে।

৪.১৭। বিক্রয় যন্ত্র হতে পণ্য বিক্রয় এর সময় কীভাবে কর আদায় হবে?

উত্তর: যেক্ষেত্রে বিক্রয়যন্ত্র, মিটার বা অনুরূপ কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে (পরিশোধ টেলিফোন ব্যতীত) পণ্যের করযোগ্য সরবরাহ প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহকারী বা তার মুদ্রা, নোট ও টোকেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সরবরাহকারী তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিক্রয়যন্ত্র, মিটার বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হতে উক্ত মুদ্রা, নোট বা টোকেন বাহির করার সময় কর প্রদেয় হবে;

যেক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহ বিক্রয়যন্ত্র, মিটার বা অন্যকোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং উক্ত সরবরাহের জন্য নির্ধারিত উপায়ে অর্থ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানকালে কর প্রদান করতে হবে।



নীট কর নিরূপণ

৫.১। আমরা কীভাবে নীট কর হিসাব করব?

উত্তর: আপনি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নীট কর হিসাব করবেন, যথা:

- কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর ও সম্পূরক গুচ্ছ ও সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করে এবং যোগফল হতে কর মেয়াদে সকল উপকরণ কর ও সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করে

অর্থাৎ, নীট কর = উৎপাদ কর + বৃদ্ধিকারী সমন্বয় - উপকরণ কর - হ্রাসকারী সমন্বয়।

ধরা যাক, উৎপাদ কর = ২০০০/-

উপকরণ কর = ১৪০০/-

বৃদ্ধিকারী সমন্বয় = ৩০০/-

হ্রাসকারী সমন্বয় = ২০০/-

অতএব, নীট কর = (২০০০ + ৩০০ - ১৪০০ - ২০০)/-

= ৭০০/-

৫.২। দাখিলপত্র জমার পূর্বে নীট কর ট্রেজারিতে জমা প্রদান কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: দাখিলপত্র জমার পূর্বে হিসাবকৃত নীট কর ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

তবে উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের যখনই কর প্রদেয় হোক না কেন ঐ করের টাকা করদাতা হাতে রেখে দাখিলপত্র জমা প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময় ট্রেজারিতে জমা দিতে পারবেন। উল্লেখ্য, নীট করের পরিমাণ ধনাঙ্ক হলে এবং কর পরিশোধ না করে দাখিলপত্র জমা করলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের পর হতে সুদ হবে এবং আইন ভঙ্গ করার কারণে অর্থদণ্ডও হবে।

৫.৩। উপকরণ কর রেয়াত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সরবরাহের সময় ক্রেতার নিকট হতে আদায়কৃত মূসক হতে করদাতার ক্রয়ের সময় পরিশোধিত মূসক বাদ দেয়া বা সমন্বয় করাকেই রেয়াত বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো করদাতা ৩০০ টাকার সরবরাহ প্রদান করে ৩৯.১৩ টাকা মূসক আদায় করেছেন। উক্ত সরবরাহের জন্য তিনি ২০০ টাকার উপকরণ ক্রয় করেছেন। সেখানে তিনি ২৬.০৭ টাকা

মুসক পরিশোধ করেছেন। তিনি বিক্রয়স্তরে আদায়কৃত কর (৩৯.১৩ টাকা) হতে ক্রয়স্তরে পরিশোধিত উপকরণ কর (২৬.০৭ টাকা) সমন্বয় করে অবশিষ্ট ১৩.০৬ টাকা (৩৯.১৩-২৬.০৭) সরকারি কোষাগারে জমা করবেন।

৫.৪। রেয়াত গ্রহণের শর্তগুলো কি কি?

উত্তর: রেয়াত গ্রহণের শর্তগুলো হলো:

- সরবরাহ কার্যক্রমসমূহ অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে হবে;
- সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সরবরাহের পণ পরিশোধ করবেন বা পরিশোধের জন্য দায়ী হবেন;
- করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকা অতিক্রম করলে সরবরাহের বিপরীতে আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত হতে হবে;
- সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈধ কর চালানপত্র (ফরম মুসক-৬.৩) এবং আমদানির ক্ষেত্রে রিলিজ অর্ডারসহ বিল অব এন্ট্রি থাকতে হবে।

৫.৫। কোন সময়ের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর: যে কর মেয়াদে আমদানি বা ক্রয় করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী ২টি কর মেয়াদের মধ্যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে হবে।

৫.৬। রেয়াত গ্রহণের জন্য কোন কোন দলিলাদির প্রয়োজন?

উত্তর: রেয়াত গ্রহণের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় দলিল কর চালানপত্র (মুসক-৬.৩)। তবে আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি কর চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার সুযোগ আছে। করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করা হলে বা অর্জিত উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্যের সম্পূর্ণ সরবরাহ করযোগ্য না হলে এরূপ পরিস্থিতিতে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে।

৫.৮। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হলে আইন অনুযায়ী উপকরণ করের যে অংশ রেয়াত হিসাবে প্রাপ্য হবেন ঐ অংশকে

আংশিক উপকরণ কর রেয়াত বলা হয়। করযোগ্য সরবরাহের সম্পূর্ণ পণ পরিশোধ না করে আংশিক পণ পরিশোধ করা হলে বা অর্জিত উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্যের সম্পূর্ণ সরবরাহ করযোগ্য না হলে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে। আমদানি বা অর্জনকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য এবং করযোগ্য পণ্য উভয়ই উৎপাদন করলে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে।

৫.৯। কোন কোন পরিস্থিতিতে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায়?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি কোনো কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনে বিপরীতে পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হলে আইন ও বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য অংশের উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে। নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে:

অর্জিত উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্যের সম্পূর্ণ সরবরাহ করযোগ্য না হলে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে।

ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের করযোগ্য ও অব্যাহতি প্রাপ্ত সরবরাহের সর্বমোট মূল্য ৯,০০০/- (করযোগ্য সরবরাহ ৬,০০০/-, এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ৩,০০০/-)। উক্ত সরবরাহকৃত পণ্য উৎপাদনে ৬,৩০০ টাকার কাঁচামাল ব্যবহৃত হলে রেয়াতযোগ্য করের পরিমাণ:

$$\begin{aligned} \text{সর্বমোট উপকরণ কর} &= ৬,৩০০ \times ১৫/১১৫ \\ &= ৮২১.৭৪ \end{aligned}$$

$$\text{সর্বমোট করযোগ্য সরবরাহ} = ৬,০০০/-$$

$$\text{সর্বমোট সরবরাহ} = ৯,০০০/-$$

অতএব, আংশিক উপকরণ কর রেয়াত

$$\begin{aligned} &= \text{সর্বমোট উপকরণ কর} \times \text{সর্বমোট করযোগ্য সরবরাহ} / \text{সর্বমোট সরবরাহ} \\ &= ৮২১.৭৪ \times ৬,০০০ / ৯,০০০ \\ &= ৮২১.৭৪ \times ০.৬৬৬৭ \\ &= ৫৪৭.৮৫ /- \end{aligned}$$

৫.১০। সমন্বয় কি?

উত্তর: সমন্বয় একটি প্রক্রিয়া যার ফলে করদাতার করদায়িতা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সমন্বয় দুই প্রকার, যথা: বৃদ্ধিকারী সমন্বয় ও হ্রাসকারী সমন্বয়। বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের ফলে করদাতার করদায়িতা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসকারী সমন্বয়ের ফলে করদাতার করদায়িতা হ্রাস পায়।

৫.১১ | সমন্বয় ঘটনা কোনগুলো?

উত্তর: সমন্বয় ঘটনা হলো:

- উৎসে কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়;
- বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়;
- ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ না করবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- নিবন্ধিত হওয়ার ক্ষেত্রে, উপকরণ কর ও মূসক বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- নিবন্ধন বাতিলকরণের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- পুনঃবিক্রয়ের নিমিত্ত ক্রীত সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্যের ক্ষেত্রে, হ্রাসকারী সমন্বয়;
- বীমা সংক্রান্ত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- লটারি, লাকী ড্র, র‍্যাফেল ড্র, হাউজি এবং অনুরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, হ্রাসকারী সমন্বয়;
- করহার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়;
- পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে ঋণাত্মক জের টানার নিমিত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়;
- পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হ্রাসকারী সমন্বয়;
- নির্ধারিত অন্য কোনো বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়।

৫.১২ | মূসক ব্যবস্থায় কত ধরনের সমন্বয় আছে?

উত্তর: নতুন মূসক ব্যবস্থায় দুই ধরনের সমন্বয় আছে। যেমন:

- বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- হ্রাসকারী সমন্বয়।

৫.১৩ | বৃদ্ধিকারী সমন্বয় ঘটনা ও হ্রাসকারী সমন্বয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের ফলে করদাতার করদায়িতা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসকারী সমন্বয়ের ফলে করদাতার করদায়িতা হ্রাস পায়।

বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তি তার দায়দেনা উৎপাদ কর (Output Tax) এর যোগ করে সরকারি কোষাগারে জমা করবেন। হ্রাসকারী সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তি তার পাওনা উপকরণ কর (Input tax) এর সাথে যোগ করে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে কর সুবিধা গ্রহণ করবেন।

৫.১৪। উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কারা?

উত্তর: উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা হলো:

- কোনো সরকারি সত্তা, অর্থাৎ
(ক) সরকার বা তার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর;
(খ) আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা;
(গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান; বা
(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা;
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
- কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিনিধি;
- কোনো মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান;
- কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি;
- বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূল্য সংযোজন কর) এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

৫.১৫। সমন্বয়ের জন্য কোন ধরনের দলিলাদির প্রয়োজন হবে?

উত্তর: সমন্বয় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি নিম্নরূপ:

- উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক-৬.৬);
- ক্রেডিট নোট (মূসক-৬.৭);
- ডেবিট নোট (মূসক-৬.৮)।

৫.১৬। উৎসে কর কর্তন কি?

উত্তর: উৎসে কর্তন বলতে উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট চুক্তি, টেন্ডার বা কার্যাদেশের আওতায় ১০ (দশ) হাজার টাকার অধিক মূল্যের সরবরাহ প্রদান করলে বিল পরিশোধের সময় প্রযোজ্য করের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করে উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে - এ প্রক্রিয়াকে উৎসে কর কর্তন বলে।

৫.১৭। উৎসে কর কর্তন কি একটি সমন্বয় ঘটনা?

উত্তর: হ্যাঁ, উৎসে কর কর্তন একটি সমন্বয় ঘটনা। উৎসে কর কর্তন হ্রাসকারী এবং বৃদ্ধিকারী দু'ভাবেই হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'খ' লিমিটেড (আইনের ধারা ২(২১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান) নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০ মূল্যের সরবরাহ প্রদান করে।

এক্ষেত্রে, 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান মূল্য পরিশোধকালে প্রযোজ্য মূসকের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তন করবে। 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ এর উপর প্রযোজ্য মূসক ১৩,০৪৩.৪৮ এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪,৩৪৭.৮২ উৎসে কর্তন করবেন। যেহেতু আইনে ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তনের কথা বলা হয়েছে, যেহেতু 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান চাইলে ৪,৩৪৭.৮২ টাকার নিম্নে যেকোনো পরিমাণ অর্থ উৎসে কর্তন করতে পারবে।

যাই হোক, 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪,৩৪৭.৮২ টাকা উৎসে কর্তন করা হলে, প্রতিষ্ঠানটি করমেয়াদ শেষে তার প্রদেয় করের সাথে ৪,৩৪৭.৮২ টাকা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হিসেবে যোগ করবেন এবং 'ক' প্রতিষ্ঠান প্রদেয় করের সাথে ৪,৩৪৭.৮২ টাকা হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে বিয়োগ করবেন।

৫.১৮। ক্রেতা ও সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের জন্য কী ধরনের সমন্বয় সাধন করতে হয়?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৮ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন হ্রাসকারী এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয়। ক্রেতা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে উৎসে কর্তন করে রাখবেন বিধায় ক্রেতার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন বৃদ্ধিকারী সমন্বয় অপর সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন হ্রাসকারী সমন্বয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'খ' লিমিটেড (আইনের ধারা ২(২১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান) নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০ মূল্যের সরবরাহ প্রদান করে।

এক্ষেত্রে, 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান মূল্য পরিশোধকালে প্রযোজ্য মূসকের ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তন করবে। 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ এর উপর প্রযোজ্য মূসক ১৩,০৪৩.৪৮ এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪,৩৪৭.৮২ উৎসে কর্তন করবেন। যেহেতু আইনে ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তনের কথা বলা হয়েছে, সেহেতু 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান চাইলে ৪,৩৪৭.৮২ টাকার নিম্নে যেকোনো পরিমাণ অর্থ উৎসে কর্তন করতে পারবে।

যাই হোক, 'খ' লিমিটেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪,৩৪৭.৮২ টাকা উৎসে কর্তন করা হলে, প্রতিষ্ঠানটি করমেয়াদ শেষে তার প্রদেয় করের সাথে ৪,৩৪৭.৮২ টাকা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হিসেবে যোগ করবেন এবং 'ক' প্রতিষ্ঠান প্রদেয় করের সাথে ৪,৩৪৭.৮২ টাকা হ্রাসকারী সমন্বয় হিসেবে বিয়োগ করবেন।

৫.১৯। উৎসে কর কর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর: উৎসে কর কর্তনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- চুক্তি, টেন্ডার বা কার্যাদেশের অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য হবে;
- দুইজন উৎসে কর্তনকারী সত্তার মধ্যে সংগঠিত সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য হবে না;
- একক চালানে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য হবে না;
- অব্যাহতি প্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য হবে না;
- কর্তনকারী প্রযোজ্য মুসকের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করবেন;
- উৎসে কর্তনকারী ব্যক্তি কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহ গ্রহণ করবেন না।

৫.২০। দুটি উৎসে কর কর্তনকারী সত্তার মধ্যে সম্পন্ন সরবরাহে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: না।

৫.২১। একটি একক ক্রয়ের মূল্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে তাতে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: না।

৫.২২। উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কীভাবে সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদ ইস্যু করবেন?

উত্তর: উৎসে কর্তন বলতে উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো উৎসে কর কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট চুক্তি, টেন্ডার বা কার্যাদেশের আওতায় ১০ (দশ) হাজার টাকার অধিক মূল্যের সরবরাহ প্রদানকালে সরবরাহকারী ফরম মুসক-৬.৩ চালানপত্র দ্বারা সরবরাহ করবেন। তিনি সেক্ষেত্রে মুসক-৬.৩-এর উৎসের কর্তন সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করবেন যা উৎসে কর্তনের জন্য সমন্বিত করচালনপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তনের পর ফরম মুসক-৬.৬ এ উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করবেন। ফরম মুসক-৬.৬ এ প্রাপ্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে সরবরাহকারী একটি ত্রাসকারী সমন্বয় করবেন এবং নির্দিষ্ট উৎসে কর্তনকারী একটি বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করবেন।

হিসাবরক্ষণ

৬.১। হিসাবরক্ষণের লক্ষ্যে কি কি দলিল সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর: হিসাবরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ দলিলাদি রাখতে হবে, যথা:

- ক্রয় হিসাব পুস্তক;
- বিক্রয় হিসাব পুস্তক;
- করচালানপত্র;
- চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র;
- পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র;
- উৎসে কর কর্তন সনদপত্র;
- ড্রেডিট নোট-ডেবিট নোট;
- সমন্বয় সংক্রান্ত দলিলাদি;
- দাখিলপত্র; ইত্যাদি।

৬.২। নতুন মূসক ব্যবস্থা হিসাবরক্ষণের কোন নীতি অনুসরণ করে?

উত্তর: হিসাবরক্ষণের দু'টি পদ্ধতি বা নীতি আছে। যথা:

- নগদ ভিত্তিক (Cash basis);
- বকেয়া ভিত্তিক (Accrual basis);

নগদ ভিত্তিক (Cash basis) নীতিতে লেনদেনে কোনো বকেয়া হিসাবের সুযোগ নাই। অন্যদিকে বকেয়া ভিত্তিক (Accrual basis) হিসাবে লেনদেনে নগদ প্রদান না করেও হিসাবরক্ষণের সুযোগ আছে। ব্যবসায়িক লেনদেনে বকেয়া থাকবেই, তাই সকল ব্যবসায়ের বকেয়া ভিত্তিক (Accrual basis) পদ্ধতি বা নীতি অনুসরণ করা হয়। আর এ কারণে নতুন মূসক আইনও বকেয়া ভিত্তিক (Accrual basis) নীতি অনুসরণ করে।

৬.৩। আমাকে মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর: করদায় নিরূপণের সুবিধার্থে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৪। মুসক দপ্তরে নিয়মিত কোনো দলিলাদি প্রেরণ করতে হবে কি?

উত্তর: মুসক দপ্তরে করদাতার দাখিলপত্র (ফরম মুসক-৯.১ বা ৯.২) এবং ক্রয়-বিক্রয় তথ্য (ফরম মুসক-৬.২০) ব্যতীত আর কোনো দলিলাদি প্রেরণের প্রয়োজন নাই।

৬.৫। আমি কি আমার সকল হিসাব ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাখতে পারি? এক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি কাগজে কপিও রাখার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আপনি আপনার সকল হিসাব ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি কাগজে কপি রাখার প্রয়োজন নেই। তবে আপনি চাইলে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি ম্যানুয়ালিও কপি সংরক্ষণ করতে পারেন।

৬.৬। কর চালানপত্র কি?

উত্তর: সরবরাহকারী করযোগ্য সরবরাহের উপর নির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত সংখ্যানুক্রমিক দলিলকে কর চালানপত্র বলা হয়। ফরম মুসক-৬.৩ ই কর চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। কর চালানপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকবে:

- ক্রেতার নাম;
- চালানপত্র নম্বর;
- বিক্রেতার বিআইএন নম্বর;
- ক্রেতার বিআইএন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- সরবরাহের বর্ণনা;
- সরবরাহের পরিমাণ;
- মূল্য;
- জড়িত কর।

৬.৭। আমি কীভাবে একটি কর চালানপত্র পূরণ করতে পারি?

উত্তর: সরবরাহকারী প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে ফরম মুসক-৬.৩ এ করচালান পত্র ইস্যু করবেন। নির্ভুল কর চালানপত্র ইস্যুর জন্য কর চালানপত্র পূরণের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৬.৮। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের চালান ব্যবহার করব?

উত্তর: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনি মুসক-৬.৪ ফরম ব্যবহার করতে পারবেন।

৬.৯। কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তরের জন্য কোন চালান ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর: কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের এক শাখা হতে অন্য শাখায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পণ্য স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ফরম মূসক-৬.৫ ব্যবহার করব।

৬.১০। সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর সনদ কি? এটি কীভাবে পূরণ করতে হয়?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫৩ অনুযায়ী সরবরাহকারী কর্তৃক উৎসে কর কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহের তারিখে বা তৎপূর্বে নির্ধারিত তথ্য সমন্বিত যে চালানপত্র জারি করা হবে তাকে সমন্বিত কর চালান পত্র এবং উৎসে কর সনদ পত্র বলা হবে। ফরম মূসক- ৬.৩ এবং ফরম মূসক-৬.৬ একত্রে “সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” হিসাবে বিবেচিত।

৬.১১। হিসাবরক্ষণের জন্য বিধিমালায় বর্ণিত ফরমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক কি? না হলে গাইডলাইন কি?

উত্তর: না, আপনার হিসাবরক্ষণের জন্য বিধিমালায় বর্ণিত ফরমেট হুবহু অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। আপনি আপনার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ফরমেট নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, বিধিমালায় বর্ণিত ফরমেটগুলোতে যে তথ্য আছে সেগুলো যেন আপনার নিজস্ব ফরমেটেও থাকে।

৬.১২। নিজস্ব ফরমেটে হিসাব রাখার জন্য মূসক অফিসের অনুমোদন লাগবে কি?

উত্তর: না।

৬.১৩। ১৯৯১ সনের মূসক ব্যবস্থার মতো ব্যবসায়ের জন্য নিজস্ব হিসাব রাখার পাশাপাশি মূসকের জন্য আলাদা হিসাব রাখতে হবে কি?

উত্তর: না। নতুন আইনে দুই ধরনের হিসাব রাখার সুযোগ নেই। আপনার ব্যবসার হিসাবই মূসকের হিসাব হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনাকে একটি হিসাবই রাখতে হবে।

সম্পূরক শুদ্ধ

৭.১। কখন সম্পূরক শুদ্ধ আরোপিত হয়?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী-

- সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানির সময়; এবং
- বাংলাদেশে সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য এবং সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের সময় সম্পূরক শুদ্ধ আরোপিত হবে।

৭.২। সম্পূরক শুদ্ধ কে পরিশোধ করবেন?

উত্তর: সম্পূরক শুদ্ধ আরোপিত হবে-

- সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে; এবং
- বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য বা সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী সম্পূরক শুদ্ধ পরিশোধ করবেন।

৭.৩। সম্পূরক শুদ্ধের জন্য মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পূরক শুদ্ধ আরোপের জন্য মূল্য নির্ধারিত হবে:

- আমদানির ক্ষেত্রে আমদানির শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানি শুদ্ধ এবং রেগুলেটরি ডিউটি (যদি থাকে) যোগ করে

$$\text{সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য} = \text{শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য/ আমদানির শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য} + \text{আমদানি শুদ্ধ} + \text{রেগুলেটরি ডিউটি} + \text{অন্যান্য শুদ্ধ}।$$

কোনো পণ্যের আমদানির ওপর ২৫% আমদানি শুদ্ধ (CD), ৩% রেগুলেটরি ডিউটি (RD), ২০% সম্পূরক শুদ্ধ (SD) আরোপ করেছে। আমদানি পর্যায়ে পণ্য চালানটির শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য (AV) ৫০,০০০.০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুদ্ধ আরোপের জন্য ভিত্তিমূল্য এবং প্রযোজ্য সম্পূরক শুদ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করা যাক।

কর	ভিত্তিমূল্যের সূত্র	ভিত্তিমূল্য	হার	শুল্ক-কর
আমদানি শুল্ক	AV	৫০,০০০.০০	২৫%	১২,৫০০.০০
রেগুলেটরি ডিউটি	AV	৫০,০০০.০০	৩%	১,৫০০.০০
সম্পূরক শুল্ক	AV+CD+RD	৬৪,০০০.০০	২০%	১২,৮০০.০০

- সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আদায়ের ভিত্তিমূল্য হবে সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য

উদাহরণ: ধরা যাক, কোনো একটি সম্পূরক শুল্কযুক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ৩০০ টাকা। এক্ষেত্রে পণ্য মূল্যের সাথে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত আছে। সম্পূরক শুল্কের হার ১০%।

তাহলে, মূসক আরোপযোগ্য মূল্য = সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুল্ক

মূসক আরোপযোগ্য মূল্য = (৩০০ - ৩০০ × কর-ভগ্নাংশ) টাকা

$$= (৩০০ - ৩০০ \times ১৫/১১৫) \text{ টাকা}$$

$$= (৩০০ - ৩৯.১৩) \text{ টাকা}$$

$$= ২৬০.৮৭ \text{ টাকা।}$$

সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুল্ক = ২৬০.৮৭ টাকা

সুতরাং ২৬০.৮৭ টাকা থেকে সম্পূরক শুল্ক বাদ দিয়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য পাওয়া যাবে

সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য = (২৬০.৮৭ - ২৬০.৮৭ × কর-ভগ্নাংশ) টাকা

$$= (২৬০.৮৭ - ২৬০.৮৭ \times ১০/১১০) \text{ টাকা}$$

$$= (২৬০.৮৭ - ২৩.৭২) \text{ টাকা}$$

$$= ২৩৭.১৫ \text{ টাকা।}$$

৭.৪। কোন কোন আমদানি ও সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য? প্রযোজ্য হারসহ সেই তালিকা দিন?

উত্তর: দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত পণ্য ও সেবার আমদানি ও সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য। প্রযোজ্য হারসহ তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্যের তালিকা

হেডিং নম্বর	এইচ.এস কোড	ভিত্তিমূল্য	সম্পূরক শুদ্ধের হার (%) বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২১.০৬	২১০৬.৯০.১০	সুগন্ধি দ্রব্যের মিশ্রণ ব্যতীত কোমল পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহৃত সামগ্রী, আয়তন ভিত্তিক এ্যালকোহল ক্ষমতা ০.৫% এর উর্ধ্বে	৩৫০
২২.০২	২২০২.১০.০০	কোমল পানীয়	১০০
	২২০২.৯০.০০	নন-এ্যালকোহলিক বিয়ার	১০০
২২.০৩	২২০৩.০০.০০	মল্ট হইতে প্রস্তুত বিয়ার	২৫০
২২.০৪	সকল এইচএস কোড	তাজা আঙ্গুরের মদ, ফর্টিফাইড মদসহ; (২০.০৯ হেডিংভুক্ত grape must ব্যতীত)	৩৫০
২২.০৫	সকল এইচএস কোড	ভারমুখ এবং তাজা আঙ্গুরের তৈরি মদ	৩৫০
২২.০৬	২২০৬.০০.০০	অন্যান্য গাঁজানো (fermented) পানীয় (উদাহরণ স্বরূপ সিডার, পেরী)	৩৫০
২২.০৮	সকল এইচএস কোড	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume, spirits, liquors and other spirituous beverages	৩৫০
২৪.০১	সকল এইচএস কোড	Unmanufactured Tobacco, Tobacco refuse	৬০
২৪.০২	২৪০২.১০.০০	তামাকের তৈরি সিগারেট, চুরুট ও সিগারিলো	৩৫০
	২৪০২.২০.০০	তামাকের তৈরি সিগারেট	৩৫০
	২৪০২.৯০.০০	হাতে বা অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি বিড়ি এবং অন্যান্য	১০০
২৪.০৩	সকল এইচএস কোড	অন্যান্য প্রস্তুতকৃত তামাক এবং সমজাতীয় পদার্থ “homogenised” বা “reconstituted” নির্বাস বা সুগন্ধি	১০০
২৫.১৫	২৫১৫.১১.০০	মার্বেল এবং ট্রেভারটিন (আপাতঃ আপেক্ষিক পুরুত্ব ২.৫% বা তার বেশি), ক্রড বা স্কুলভাবে কর্তিত	২০
	২৫১৫.১২.০০	Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape	২০
	২৫১৫.২০.০০	Eccussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster	২০

হেডিং নম্বর	এইচ.এস কোড	ভিত্তিমূল্য	সম্পূরক শুদ্ধের হার (%) বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৫.১৬	২৫১৬.১১.০০	ধানাইট (স্কুলভাবে কর্তিত)	২০
	২৫১৬.১২.০০	ধানাইট: করাত দ্বারা বা অন্য প্রকারে ব্লক বা চতুর্ভুজ বা বর্গাকার শ্ল্যাব হিসাবে কর্তিত	
২৫.২৩	২৫২৩.২১.০০	পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট: সাদা, কৃত্রিমভাবে রঙ্গীন করা হোক বা না হোক	২০
	২৫২৩.২৯.০০	অন্যান্য পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট	২০
	২৭১০.১২.৩৯	অন্যান্য হালকা তৈল ও প্রিপারেশন: অন্যান্য	২০
	২৭১০.১২.৫০	অন্যান্য মধ্যম তৈল ও প্রিপারেশন	২০
	২৭১০.১২.৬৯	গ্যাস তৈল: অন্যান্য	২০
	২৭১০.১৯.১৯	জ্বালানি তৈল: অন্যান্য	২০
	২৭১০.১৯.৩৩	আর্থশিক পরিশোধিত পেট্রেলিয়াম, টপক্রডসহ	২০
	২৭১০.১৯.৩৪	স্মিজ (খনিজ)	২০
	২৭১০.১৯.৩৯	অন্যান্য ভারী তৈল ও প্রিপারেশন: ট্রোলফরমার অয়েল ও হেভি নরম্যাল প্যারাফিন ব্যতীত	২০
	২৭১১	২৭১১.২১.০০	প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাসীয় অবস্থায়
৩৩.০৩	৩৩০৩.০০.০০	সুগন্ধি ও প্রসাধনী পানি	২০
৩৩.০৪	সকল এইচএস কোড	সৌন্দর্য বা প্রসাধনসামগ্রী এবং ত্বক পরিচর্যার প্রসাধনসামগ্রী (ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থ ব্যতীত), সানস্ক্রিন বা সান ট্যানসামগ্রী; হাত, নখ বা পায়ের প্রসাধনসামগ্রীসহ	২০
৩৩.০৫	সকল এইচএস কোড	কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত সামগ্রী	৬০
৩৩.০৭	সকল এইচএস কোড	শেভের আগে, শেভের পরে বা শেভের সময় ব্যবহার্য সামগ্রী; শরীরের দুর্গন্ধ দূরীকরণে ব্যবহৃত সামগ্রী, ডিপাইলেটরি এবং অন্যান্য সুগন্ধি, প্রসাধনী ও টয়লেট সামগ্রী যা অন্য কোথাও উল্লিখিত বা অন্তর্ভুক্ত নহে; কক্ষের দুর্গন্ধ নাশক (সুগন্ধিযুক্ত হোক বা না হোক বা জীবাণুনাশক ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক)	২০

হেডিং নম্বর	এইচ.এস কোড	ভিত্তিমূল্য	সম্পূরক শুল্কের হার (%) বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪৮.১৩	সকল এইচএস কোড	সিগারেট পেপার, সাইজ মত কর্তিত হোক বা না হউক, বা বুকলেট বা টিউবের আকারে	৬০
৬৮.০২	সকল এইচএস কোড	Granite, marble, travertine and alabaster and other stone	৬০
৬৯.০৪	সকল এইচএস কোড	Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like.	২০
৬৯.০৭	সকল এইচএস কোড	অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর ফলক এবং উনানের প্রস্তর বা দেয়ালের টাইলস; অনুজ্জ্বল সিরামিক মোজাইক কিউব এবং সমজাতীয় পণ্য, কোনো বস্তুর উপর স্থাপিত হোক বা না হোক	৪৫
৬৯.০৮	সকল এইচএস কোড	অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর ফলক এবং উনানের প্রস্তর বা দেয়ালের টাইলস; অনুজ্জ্বল সিরামিক মোজাইক কিউব এবং সমজাতীয় পণ্য, কোনো বস্তুর উপর স্থাপিত হউক বা না হউক	৪৫
৮৪.১৫	সকল এইচএস কোড (৮৪১৫.১০.১০ ৮৪১৫.৮১.১০ ৮৪১৫.৮২.১০ ৮৪১৫.৮৩.১০ ৮৪১৫.৯০.১০ ও ৮৪১৫.৯০.৯০ ব্যতীত)	মোটরচালিত পাখায়ুক্ত এবং উষ্ণতা ও আর্দ্রতা পরিবর্তনের সুবিধাসংবলিত, আর্দ্রতা পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এইরূপ বৈশিষ্ট্যসংবলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র ও উহার যন্ত্রাংশ (মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যতীত)	৬০
		যন্ত্রাংশ (এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত)	২০
		যন্ত্রাংশ (অন্যান্য আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত)	৪৫
৮৪.১৮	সকল এইচএস কোড (৮৪১৮.৬১.১০ ৮৪১৮.৬৯.১০ ও ৮৪১৮.৯৯.০০ ব্যতীত)	রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার এবং সমজাতীয় পণ্য; হিট পাম্প; রেফ্রিজারেটিং ফার্নিচার	৩০

হেডিং নম্বর	এইচ.এস কোড	ভিত্তিমূল্য	সম্পূরক শুল্কের হার (%) বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৫.০৭	৮৫০৭.১০.০০	লিড এসিড ব্যাটারি ও ইলেকট্রিক অ্যাকুমুলেটর	২০
	৮৫০৭.২০.৯০	Other lead acid accumulators	২০
৮৭.০৩	সকল এইচএস কোড	মোটর গাড়ি এবং অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ:	
		১) ইঞ্জিনসহ অটো রিকশা বা প্রি-হুইলার	২০
		২) সম্পূর্ণ তৈরি ইঞ্জিনসহ চার-স্ট্রোকবিশিষ্ট সিএনজিচালিত অটো রিক্সা বা প্রি-হুইলার	২০
		৩) সম্পূর্ণ তৈরি মোটর গাড়ি ও অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ (অ্যাম্বুলেন্স ব্যতীত):	
		ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০০ সিসি পর্যন্ত	৩০
		খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০১ সিসি হইতে ১৫০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	৪৫
		গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	১০০
		ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত	২৫০
		ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০
		চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০
		ছ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৩০
		জ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হইতে ২০০০সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৬০
		৪) বিযুক্ত (সিকেডি) মোটর গাড়ি, মোটরযান, স্টেশন ওয়াগন ও জিপগাড়িসহ (চার স্ট্রোক বিশিষ্ট সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা প্রিহুইলার ব্যতীত):	
		ক) মোটর গাড়ি (২০০০ সিসি পর্যন্ত) বিযুক্ত (সিকেডি)	৩০
খ) অন্যান্য বিযুক্ত (সিকেডি)	৪৫		

হেডিং নম্বর	এইচ.এস কোড	ভিত্তিমূল্য	সম্পূরক শুদ্ধের হার (%) বা পরিমাণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	
৮৭.০৪		সম্পূর্ণ তৈরি ন্যূনতম চার দরজাবিশিষ্ট ডাবল কেবিন শিকআপ:		
	৮৭০৪.২১.১৩ ৮৭০৪.৩১.১৩	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০১ সিসি হইতে ১৫০০ সিসি পর্যন্ত	৩০	
	৮৭০৪.২১.১৪ ৮৭০৪.৩১.১৪	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০	
	৮৭০৪.২১.১৫ ৮৭০৪.৩১.১৫	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত	১০০	
	৮৭০৪.২১.১৬ ৮৭০৪.৩১.১৬	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০	
	৮৭০৪.২১.১৭ ৮৭০৪.৩১.১৭	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্ব	৫০০	
৮৭.০৬	৮৭০৬.০০.৩১	দুই-স্ট্রোকবিশিষ্ট অটোরিকসা বা থ্রি হুইলারের ইঞ্জিনযুক্ত চেসিস	২০	
	৮৭০৬.০০.৩১	চার-স্ট্রোকবিশিষ্ট অটোরিকসা বা থ্রি হুইলারের ইঞ্জিনযুক্ত চেসিস	২০	
৮৭.১১	৮৭১১.১০.১১ ৮৭১১.১০.৯১ ৮৭১১.২০.১১ ৮৭১১.২০.৯১	চার-স্ট্রোকবিশিষ্ট সম্পূর্ণ তৈরি মোটরসাইকেল	৪৫	
	৮৭১১.১০.২১ ৮৭১১.১০.৯২ ৮৭১১.২০.২১ ৮৭১১.২০.৯২	চার-স্ট্রোকবিশিষ্ট বিযুক্ত মোটরসাইকেল	৩০	
	৮৭১১.১০.১৯ ৮৭১১.১০.২৯ ৮৭১১.১০.৯৯ ৮৭১১.২০.১৯ ৮৭১১.২০.২৯ ৮৭১১.২০.৯৯	দুই-স্ট্রোকবিশিষ্ট মোটরসাইকেল (সম্পূর্ণ তৈরি বা বিযুক্ত)	২৫০	
	৯৩.০২- ৯৩.০৭	সকল এইচএস কোড	রিভলবার ও পিস্তল, অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ (শুটিং ফেডারেশন কর্তৃক আমদানিকৃত match weapon এবং স্পোর্টস গোলাবারুদ ব্যতীত), তরবারি, ছোরা, সজিন, বর্শা এবং সমজাতীয় পণ্য	২০

সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য সেবার তালিকা

শিরোনাম সংখ্যা	সেবার কোড	সেবাসমূহ	সম্পূরক শুদ্ধের হার (%) বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
S001	S001.00	হোটেল ও রেস্টোরাঁ:	
	S001.10	হোটেল:	১০
	S001.20	রেস্টোরাঁ: আবাসন, খাদ্য বা পানীয় সরবরাহকালে যদি হোটেল বা রেস্টোরাঁয় মদজাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয় বা যেকোন ধরনের “ফ্লোর শো” এর আয়োজন করা হয় (বৎসরে একদিনের জন্য করা হইলেও)।	১০
S012	S012.20	সিম কার্ড সরবরাহকারী: সেলুলার (Mobile or Fixed Wireless) টেলিফোনের ক্ষেত্রে সিম (Subscriber's Identity Module-SIM) কার্ড বা রিম (Removable User Identification Module-RUIM) কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো Microchip সংবলিত কার্ড সরবরাহ বা একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উল্লিখিত কার্ড ব্যতীত প্রতিবার Code Division Multiple Access (CDMA) বা অনুরূপ অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার।	২০

৭.৫। আমদানি হতে সম্পূরক শুদ্ধ আদায় হয় কীভাবে?

উত্তর: সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্যের উপর যে সময় ও পদ্ধতিতে আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হয়। সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে সম্পূরক শুদ্ধ আদায় করতে হবে। আমদানি স্তরে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পূরক শুদ্ধ আদায় করা হবে:

আমদানির ক্ষেত্রে আমদানির শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানি শুদ্ধ এবং রেগুলেটরি ডিউটি (যদি থাকে) যোগ করে

সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য = শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য/ আমদানির শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য + আমদানি শুদ্ধ + রেগুলেটরি ডিউটি + অন্যান্য শুদ্ধ

উদাহরণ: ধরা যাক, কোনো পণ্যের আমদানির ওপর ২৫% আমদানি শুদ্ধ (CD), ৩% রেগুলেটরি ডিউটি (RD), ২০% সম্পূরক শুদ্ধ (SD) আরোপিত আছে। আমদানি পর্যায়ে পণ্যচালানটির শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য (AV) ৫০,০০০.০০ টাকা প্রযোজ্য সম্পূরক শুদ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করা যাক।

সমাধান:

কর	ভিত্তিমূল্যের সূত্র	ভিত্তিমূল্য	হার	শুধু-কর
আমদানি শুদ্ধ (CD)	AV	৫০,০০০.০০	২৫%	১২,৫০০.০০
রেগুলেটরি ডিউটি (RD)	AV	৫০,০০০.০০	৩%	১,৫০০.০০
সম্পূরক শুদ্ধ (SD)	AV+CD+RD	৬৪,০০০.০০	২০%	১২,৮০০.০০
প্রযোজ্য সম্পূরক শুদ্ধ				১২,৮০০.০০

৭.৬। সরবরাহ হতে সম্পূরক শুদ্ধ আদায় হয় কীভাবে?

উত্তর: সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের যে সময়ে মুসক আদায় করা হয় সেই একই সময়ে সম্পূরক শুদ্ধ আদায় করা হয়।

- সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুদ্ধ আদায়ের ভিত্তিমূল্য হবে সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য

উদাহরণ: ধরা যাক, কোনো একটি সম্পূরক শুদ্ধ যুক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ৩০০ টাকা। এক্ষেত্রে পণ্য মূল্যের সাথে মুসক ও সম্পূরক শুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত আছে। সম্পূরক শুদ্ধের হার ১০%।

তাহলে, মুসক আরোপযোগ্য মূল্য = সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুদ্ধ

$$\begin{aligned} \text{মুসক আরোপযোগ্য মূল্য} &= (৩০০ - ৩০০ \times \text{কর-ভগ্নাংশ}) \text{ টাকা} \\ &= (৩০০ - ৩০০ \times ১৫/১১৫) \text{ টাকা} \\ &= (৩০০ - ৩৯.১৩) \text{ টাকা।} \\ &= ২৬০.৮৭ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুদ্ধ = ২৬০.৮৭ টাকা

সুতরাং পণ্যটির সম্পূরক শুদ্ধসহ মূল্য = ২৬০.৮৭ টাকা

$$\begin{aligned} \text{পণ্যটিতে প্রযোজ্য সম্পূরক শুদ্ধ} &= (২৬০.৮৭ \times \text{কর-ভগ্নাংশ}) \text{ টাকা} \\ &= (২৬০.৮৭ \times ১০/১১০) \text{ টাকা} \\ &= ২৪.৩৫ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

টার্নওভার কর

৮.১। টার্নওভার কর কি? এর হার কত?

উত্তর: তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি যাদের করযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার ৩০ টাকার ওপর হতে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের প্রকৃত বার্ষিক টার্নওভারের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত করকে টার্নওভার কর বলা হয়। টার্নওভার করের হার ৩%।

৮.২। টার্নওভার কর মেয়াদ কত? কোন ফরমে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে?

উত্তর: টার্নওভার করের ক্ষেত্রে কর মেয়াদ ত্রৈমাসিক সময়কাল, যথা:

- ০১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ
- ০১ এপ্রিল হতে ৩০ জুন
- ০১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর
- ০১ অক্টোবর হতে ৩১ ডিসেম্বর

ফরম মূসক ৯.২ ফরমে টার্নওভার কর দাখিলপত্র জমা দিতে হবে। কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে।

৮.৩। টার্নওভার কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: কোনো করমেয়াদে কোনো ব্যক্তির প্রদেয় টার্নওভার কর ঐ করমেয়াদে দাখিলপত্র পেশ করার পূর্বে পরিশোধ করতে হবে।

৮.৪। টার্নওভার করের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি কি?

উত্তর: তালিকাভুক্ত ব্যক্তি তাঁর সরবরাহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব ফরম মূসক-৬.১ এবং ফরম মূসক-৬.২ এ সংরক্ষণ করবেন। ফরম মূসক-৬.৯ ফরমে প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে টার্নওভার কর চালানপত্র ইস্যু করবেন। প্রতি করমেয়াদে সরবরাহের বিপরীতে জারিকৃত কর চালানপত্রের ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ মোট করযোগ্য বিক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে টার্নওভার করের হিসাব করবেন। যে হিসাবের ভিত্তিতে ফরম মূসক-৯.২ ফরমে দাখিলপত্র পেশ করবেন।

৮.৫। টার্নওভার করের চালানপত্র কীভাবে ইস্যু করতে হয়?

উত্তর: প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে ফরম মূসক-৬.৯ এর সংখ্যানুক্রমিক কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। একাধিক স্থান হতে সরবরাহ প্রদান করতে হলে আলাদা সংখ্যানুক্রমিক চালানপত্র জারি করা যাবে। টার্নওভার কর চালানপত্র ০২ (দুই) প্রস্থে জারি করতে হবে যার মূল চালানপত্রটি ত্রুতাকৈ প্রদান করতে হবে এবং অনুলিপি তালিকাভুক্ত ব্যক্তি তাঁর ব্যবসায় প্রাক্ষণে সংরক্ষণ করবেন।

৮.৬। টার্নওভার করের ক্ষেত্রে কোন সমন্বয় প্রযোজ্য কি?

উত্তর: দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করতে পারবেন।

দাখিলপত্র

৯.১। মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশের পদ্ধতি কি?

উত্তর: নিবন্ধিত ব্যক্তি ফরম মূসক-৯.১ ফরমে মূসক দাখিলপত্র এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ফরম মূসক-৯.২ ফরমে টার্নওভার কর দাখিলপত্র করমেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনার বরাবর পেশ করবেন।

৯.২। কখন দাখিলপত্র পেশ করতে হবে?

উত্তর: প্রত্যেক করমেয়াদের জন্য কর মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে। ১৫ তারিখ সরকারি ছুটি থাকলে তার পূর্ববর্তী দিনে দাখিল করতে হবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে ২৪/৭ তা করা যাবে।

৯.৩। কোথায় কোথায় দাখিলপত্র পেশ করা যাবে?

উত্তর: কমিশনারের নিকট দাখিলপত্র পেশ করতে হবে। কমিশনারের নিকট দাখিলপত্র পেশ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত স্থানে দাখিলপত্র জমা প্রদান করা যাবে:

- অনলাইন বোর্ডের পোর্টালে, www.nbr.gov.bd;
- সুবিধাজনক কোনো ভ্যাট কমিশনারেট বা বিভাগীয় দপ্তরের;
- বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সেবা কেন্দ্রে;
- বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত কোনো মেলায়;
- বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো স্থানে।

৯.৪। বিলম্বে দাখিলপত্র পেশের পদ্ধতি কি?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ শেষ হওয়ায় ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন পূর্বে মধ্যে ফরম মূসক-৯.৩ এ কমিশনার বরাবর আবেদন করবেন। কমিশনার যথাযথ বিবেচনায় আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদন অনুমোদন করবেন। তবে সময় বৃদ্ধি মেয়াদ ১ (এক) মাসের অধিক হবে না।

৯.৫। দাখিলপত্র সংশোধনের পদ্ধতি কি?

উত্তর: ফরম মূসক-৯.৩ এ দাখিলপত্র সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন।

৯.৬। অনলাইনে কিভাবে দাখিলপত্র পেশ করা যায়? অনলাইনে দাখিলপত্র পেশের সুবিধা কি?

উত্তর: অনলাইনে বোর্ডের কেন্দ্রীয় পোর্টালে (www.nbr.gov.bd) দাখিলপত্র পেশ করা যায়। অনলাইনকে দাখিলপত্র পেশের সুবিধা হলো:

- করদাতা ঘরে বসেই অনলাইনে প্রদান করতে পারবেন;
- করদাতাকে মুসক দপ্তরে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা নাই।

৯.৭। দাখিলপত্র জমার শেষ তারিখ (মাসের ১৫ তারিখ) সরকারি ছুটি থাকলে কখন তা পেশ করতে হবে?

উত্তর: দাখিলপত্র জমার শেষ তারিখ সরকারি ছুটি তার পূর্ববর্তী কর্মদিবসে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে।

৯.৮। দাখিলপত্রে কে স্বাক্ষর করবেন?

উত্তর: অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানে কোনো স্বাক্ষরের প্রয়োজন নাই। তবে ম্যানুয়ালি দাখিলপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্তি ব্যক্তি দাখিলপত্রে স্বাক্ষর করবেন। যদি কোনো কারণে তাঁর স্বাক্ষর করা সম্ভব না হয় তাহলে তাঁর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

৯.৯। নীট কর পরিশোধ না করে বা আংশিক পরিশোধ করে দাখিলপত্র জমা প্রদান করা যাবে কি?

উত্তর: একটি কর মেয়াদের জন্য পূর্ণ অতিরিক্ত বা বিলম্ব দাখিলপত্র পেশ করতে পারবেন। তবে আংশিক পরিশোধ করতে পারবেন না।

৯.১০। দাখিল পত্র জমা প্রদান করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক কি?

উত্তর: প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তিকে দাখিলপত্র জমা প্রদান করতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক একটি কাজ।

৯.১১। দাখিলপত্র জমা প্রদান না করলে কি হবে?

উত্তর: দাখিলপত্র জমা প্রদান না করা ব্যর্থতা বা অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে। আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (চ) অনুযায়ী দাখিলপত্র জমা প্রদান না করলে ১০(দশ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে। আপনার প্রতিষ্ঠানটি একটি বুকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং আমদানি-রপ্তানিসহ যাবতীয় কার্যক্রম ঝুঁকিতে পড়বে।

ঋণাত্মক নীট কর জের টানা ও ফেরত

১০.১। ধনাত্মক নীট কর অর্থ কি?

উত্তর: যদি কোনো কর মেয়াদে উপকরণ কর এবং প্রাপ্য হ্রাসকারী সমন্বয়ের সমষ্টি উৎপাদ কর সম্পূর্ণর শুল্ক এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয় এর সমষ্টিকে অতিক্রমের কারণে প্রদেয় করের নীট পরিমাণ ধনাত্মক হয় তাকে ধনাত্মক নীট অর্থ বলে।

১০.২। ঋণাত্মক নীট অর্থ কিভাবে সমন্বয় করা যায়?

উত্তর: নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, ভূমি বা সম্পত্তি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক নীট অর্থ অনিদিষ্ট কাল জের টানতে হবে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ক্ষেত্রে জের টেনে পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদে বিয়োজন করা যাবে এবং তৎপরবর্তীকে ফেরত পাওয়া যাবে।

১০.৩। ফেরত কী?

উত্তর: যদি সরকারকে প্রদেয় করের অতিরিক্ত কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে বা নীট কর ঋণাত্মক হয় তাহলে তা ০৬ টি করমেয়াদ পর্যন্ত জেরে টানতে হবে। এরপর ঋণাত্মক করের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার বেশি হলে সে অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে আবেদনের ৩ মাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

১০.৪। ঋণাত্মক নীট অর্থ কিভাবে ফেরত পাওয়া যায়?

উত্তর: ঋণাত্মক নীট অর্থ ফেরত পেতে হলে সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা হতে হবে এবং এর নিচে হলে জের টানতে হবে।

১০.৫। ফেরতের শর্ত কি কি?

উত্তর: আবেদনকারীকে চলতি কর মেয়াদ পর্যন্ত সকল মুসক দাখিলপত্র পেশ করতে হবে। ফেরতযোগ্য অর্থ হতে সুদ, দণ্ডহ্রাস করে ৫০,০০০ টাকা এর বেশি হতে হবে।

১০.৬। কুটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ফেরত প্রাপ্তির পদ্ধতি কি?

উত্তর: কর পরিশোধের ৬ মাসের মধ্যে প্রামাণিক দলিলাদিসহ আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদনের ২ মাসের মধ্যে এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে আবেদনের ৩ মাসের মধ্যে ফেরত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল দণ্ড, সুদ এবং দায়-দেনা হ্রাস করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দিতে হবে।

১০.৭। অনিবন্ধিত আমদানিকারকগণ ফেরত পাবেন কি? কীভাবে?

উত্তর: অনিবন্ধিত ব্যক্তিগণ শুধু আগাম কর ফেরত পাবেন। কমিশনার বরাবর অনলাইনে আবেদন করে তা ফেরত পাবেন।

১০.৮। বৈদেশিক পর্যটকদের মুসক ফেরত পাওয়ার সুযোগ আছে কি? কিভাবে?

উত্তর: আছে। ১৮০ দিনের কম সময় অবস্থান করতে হবে এবং নির্দিষ্ট পণ্য হবে VAT Refund for Tourists চিহ্নিত দোকান থেকে ক্রয় করতে হবে। দোকান হতে ইস্যুকৃত Refund Certificate এর ভিত্তিতে বিমানবন্দর কাস্টমস এর Tourists Refund Desk হতে নগদ টাকায় মুসকের অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

কর নির্ধারণ

১১.১। কমিশনার কেন প্রদেয় কর নির্ধারণ করেন?

উত্তর: কমিশনার নিম্নবর্ণিত কারণে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন, যথা:-

- (ক) দাখিল পত্রে উৎপাদক কর উপকরণ কর সম্পূরক শুল্ক বা বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ে বিষয়ে অসত্য ঘোষণা প্রদান করলে;
- (খ) দাখিল পত্রে টার্নওভার কর সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করলে;
- (গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে ব্যর্থ হলে;
- (ঘ) প্রদেয় কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে; এবং
- (ঙ) অর্থ ভুল ফেরত প্রদান করা হলে।

১১.২। কত দিনের মধ্যে কমিশনার কর নির্ধারণ করতে পারেন?

উত্তর: যে কর মেয়াদের ৫ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং নির্ধারণের ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করতে হবে।

১১.৩। বিলম্বে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে কি কোনো আর্থিক দণ্ড বা সুদের ব্যবস্থা আছে?

উত্তর: করযোগ্য সরবরাহের শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ বা অব্যাহতি প্রাপ্ত সরবরাহ হিসেবে গন্য করলে বিলম্বে শুল্ক পরিশোধের কমিশনার সুদ বা জরিমানা ধার্য করতে পারবেন।

১১.৪। কমিশনার কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ সংশোধন করার পর কি কোথাও আবেদন বা আপিল করা যায়?

উত্তর: কর নির্ধারণ বা সংশোধনের পর আপিলাত ট্রাইব্যুনালাে আপিল দায়ের করা যাবে।



মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ

১২.১। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কে?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ হলো বোর্ড এবং এর অধীন মূল্য সংযোজন কর দপ্তর এবং নিম্নবর্ণিত মূসক কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষ:

- (ক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) কমিশনার (আপিল), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঘ) কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;
- (চ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;
- (ছ) অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (জ) যুগ্ম কমিশনার বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঝ) উপ কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঞ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ট) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঠ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (ড) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তা।

১২.২। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কারা?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বলা হবে:

- (ক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) কমিশনার (আপিল), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঘ) কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;
- (চ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;

- (ছ) অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (জ) যুগ্ম কমিশনার বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঝ) উপ কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঞ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
- (ট) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঠ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (ড) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তা।

১২.৩। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার প্রধান কাজ কী কী?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার প্রধান কার্যাবলী হলো :

- (ক) কর আদায় এবং উহার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- (খ) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম; এবং
- (গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন বা কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্পাদন।

১২.৪। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের প্রদান দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

উত্তর: বোর্ড, মুসক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করবেন। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ধারা ৭৯ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ বোর্ডের অধীনে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

- কর আদায় এবং উহার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম; এবং
- বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন বা কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্পাদন।

১২.৫। দায়িত্ব পালনকালে একজন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কী ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন?

উত্তর: তাঁর উপর বোর্ড কর্তৃক ন্যস্ত যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবেন। এছাড়াও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁর উপর অর্পিত যেকোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন বা অধস্তন কর্মকর্তার যেকোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবেন।

১২.৬। জন্মকৃত রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি কিভাবে ফেরত পাওয়া যাবে?

উত্তর: যে উদ্দেশ্যে রেকর্ড ও দলিলাদি জন্ম করা হয়েছিল তা নিষ্পন্ন হলে জন্মকৃত রেকর্ড বা দলিলাদি ফেরত দেওয়া যাবে।

অথবা, জন্মকৃত রেকর্ড বা দলিলাদির প্রতিলিপি দ্বারা যদি জন্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তাহলে প্রতিলিপি সংরক্ষণ করে মূল রেকর্ড বা দলিলাদি ফেরত দেওয়া যাবে।

১২.৭। জন্মকৃত পণ্য বা পণ্যবাহী যান কীভাবে ছাড় করানো যাবে?

উত্তর: জন্মকৃত পণ্য বা পণ্যবাহী যান যে উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যে সাধিত হলে জন্মকৃত পণ্য বা পণ্যবাহী যান ছাড় দেওয়া হবে। তবে যে উদ্দেশ্যে জন্ম করা হয়েছে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হলেও আটককৃত কর্মকর্তা বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা প্রকৃত মালিকের ফরম মূসক-১২.৮ এ উক্ত যানবাহন ছাড়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সন্তোষজনক সাপেক্ষে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জন্মকৃত পণ্য বা পণ্যবাহী যান ছাড় প্রদান করতে পারবেন।

- পণ্য বা পণ্য বোঝাই যানবাহনের মালিক বা চালক ইতোপূর্বে অনুরূপ পণ্য পরিবহনের অংশগ্রহণ করেন নাই।
- পণ্য বা পণ্য বোঝাই যানবাহন ছাড় প্রদান করার ফলে উক্ত যানবাহন সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ অথবা আলামত বিনষ্ট হবেনা।

শর্ত প্রতিপালন হলে ফরম মূসক ১২.৯ এ উক্ত পণ্য ও যানবাহনের এ প্রকৃত মালিকের মুচলেকা সাপেক্ষে উক্ত পণ্য বা যানবাহন ছাড় প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে।

১২.৮। কখন ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য হতে পারে?

উত্তর: আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অথবা আইনের ধারা ৯১ এর আওতায় নীরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা আইনের ধারা ৯৫ এর আওতায় বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য করা যাবে।

১২.৯। মূসক কর্মকর্তা সহায়তা চাইলে অন্যকোনো সংস্থা বা বাহিনী তা করতে বাধ্য কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮২ অনুযায়ী মূসক কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আইনি প্রয়োজনে-

- বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড;

- বাংলাদেশ আনসার;
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ;
- আবগারি, শুদ্ধ ও আয়কর;
- মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত দপ্তর;
- সকল সরকারি কর্মকর্তা;
- এবং সকল ব্যাংক কর্মকর্তা সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

মুসক কর্মকর্তা উল্লিখিত কোনো সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে যেকোন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ অন্য যেকোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করলে তা সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

১২.১০। মুসক কর্মকর্তা কি কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাতে ও কিছু জব্দ করতে পারেন?

উত্তর: সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন যে কোনো মুসক কর্মকর্তা কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাতে এবং এর রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষা ও জব্দ করতে পারবেন।

১২.১১। মুসক কর্মকর্তা কিভাবে জরিমানা আরোপ করতে পারেন?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ অনুযায়ী ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে অনুসারে কমিশনার নিম্ন বর্ণিত উপায়ে জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

ক্র:নং	ব্যর্থতা বা অনিয়ম	জরিমানার পরিমাণ
১	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
২	নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
৩	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
৪	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র

ক্র:নং	ব্যর্থতা বা অনিয়ম	জরিমানার পরিমাণ
৫	ধারা ৯(৫) এর বিধান পরিপালন না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
৬	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
৭	দাখিলপত্রে উৎপাদ করে কোনো পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	অনুলেখিত উৎপাদ করে দিগুণ;
৮	দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করে রেয়াত অধিক গ্রহণ করার অনিয়ম;	অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করে দিগুণ;
৯	দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করার অনিয়ম;	বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের দিগুণ বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের দিগুণ;
১০	কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, সমন্বিত কর চালানপত্র বা উৎস কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
১১	রেকর্ডপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
১২	নির্ধারিত জামানত প্রদান না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
১৩	আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করার অনিয়ম;	পরিহারকৃত করে দিগুণ

১২.১২। আমার যে সকল তথ্য মূসক কর্তৃপক্ষের কাছে আছে তা কি গোপন থাকবে?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৯ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান সাপেক্ষে করদাতা হিসেবে আপনার সকল তথ্য মূসক কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন থাকবে।

তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ

১৩.১। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে অডিট বা নিরীক্ষার ক্ষমতা মূসক কর্মকর্তার আছে কি?

উত্তর: যেকোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়ে অডিট বা নিরীক্ষার ক্ষমতা মূসক কর্মকর্তার আছে।

১৩.২। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ কি?

উত্তর: কোনো করদাতা সম্পূরক শুদ্ধ ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানবলী পরিপালন না করলে কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থানে সরবরাহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী করিতে পারবেন। এ ধরনের ব্যবস্থাকে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ বলা হয়।

১৩.৩। কোন কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ পদ্ধতি প্রযোজ্য?

উত্তর: শুধুমাত্র সম্পূরক শুদ্ধ ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানবলী প্রতিপালন না করলে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ প্রযোজ্য। সম্পূরক শুদ্ধ নেই এমন কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য নয়।

১৩.৪। কিভাবে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ পরিপালিত হবে?

উত্তর: তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ পরিচালনার জন্য কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয় আদেশ দ্বারা এক বা একাধিক দল গঠন করবেন। কমিশনার কর্তৃক আদেশের তত্ত্বাবধানের স্থান, সময় এবং মেয়াদ নির্দিষ্ট করা থাকবে। তত্ত্বাবধানকারী দল তত্ত্বাবধান শুরু পূর্বে সরবরাহ স্থান পরিদর্শন পূর্বক ফরম মূসক-১৩.১ এ কমিশনার নিকট একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

পরবর্তীতে প্রতিদিনের কার্যক্রম পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-১৩.২ এ দৈনিক প্রতিবেদন এবং তত্ত্বাবধান মেয়াদ শেষে ফরম মূসক-১৩.৩ এ চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশনারের নিকট দাখিল করবেন।

১৩.৫। অডিট প্রস্তুতির জন্য করদাতাগণের কি কি দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর: অডিট প্রস্তুতির জন্য করদাতাকে প্রত্যেক করমেয়াদের দাখিলপত্র, ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, কর চালানপত্র, ডেবিট নোট-ক্রেডিট নোট, সমন্বয় হিসাবসহ সকল হিসাবের দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি যেমন: আমদানি-রপ্তানি হিসাব, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ করতে পারবেন।

১৩.৬। ভবিষ্যৎ অডিটের জন্য আমি কি ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারি?

উত্তর: ভবিষ্যৎ অডিটের জন্য আপনি আপনার পূর্ববর্তী অডিট সংক্রান্ত দলিলাদি বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যৎ অডিটের জন্য যে সময়ে আপনার কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন হয় নাই সেই সময়ের সকল কর হিসাবের দলিলাদি সংরক্ষণ করে প্রস্তুতি নিতে পারেন। এ লক্ষ্যে উক্ত সময়ের দাখিলপত্র, ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, কর চালান পত্র, ডেবিট নোট-ক্রেডিট নোট, সমন্বয় হিসাব, আমদানি-রপ্তানি হিসাব, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি ঠিক ভাবে সংরক্ষণ করে অডিটের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন।

১৩.৮। অডিটের সময় কোন কোন ধরনের তথ্য যাচাই করা হতে পারে?

উত্তর: অডিটের সময় ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি, যেমন:

- দাখিলপত্র;
- করচালান পত্র;
- ক্রয়-বিক্রয় হিসাব;
- ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট;
- সমন্বয় হিসাব;
- আমদানি রপ্তানি হিসাব;
- ব্যাংক হিসাব;
- বার্ষিক অডিট রিপোর্টসহ ব্যবসায়ের প্রাসঙ্গিক সকল হিসাবের তথ্য যাচাই করা যেতে পারে।

বকেয়া আদায়

18.1। বকেয়া কি? এটি কীভাবে তৈরি হয়?

উত্তর: মূসক, সম্পূরক শুদ্ধ, টার্নওভার কর, সুদ, অর্থদণ্ড বা জরিমানা কোনো অর্থ করদাতা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করলে তাকে বকেয়া রাজস্ব বলে।

বকেয়া কর নিম্নবর্ণিতভাবে তৈরি হতে পারে—

- দাখিলপত্রে প্রদেয় কর কোনো কারণে অপরিশোধিত থাকলে;
- কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ করা হলে, খেলাপি করদাতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে;
- আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম নিষ্পত্তির ফলে বকেয়া কর উদ্ভূত হয়।

18.2। কখন কর পরিশোধ করতে হয়? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর পরিশোধ না করলে কি হয়?

উত্তর: দাখিলপত্র প্রদানের পূর্বে কর পরিশোধ করতে হয়, তবে কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ এবং আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম নিষ্পত্তির ফলে উদ্ভূত কর নোটিশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর পরিশোধ করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে উক্ত কর বকেয়া কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

18.3। বকেয়া কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে?

উত্তর: কমিশনারের পক্ষে DRO (Debt Recovery Officer) বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। DRO হবেন ন্যূনতম উপ-কমিশনার পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা।

18.8। কোন কোন উৎস হতে বকেয়া কর আদায় করা যায়?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র হতে বকেয়া কর আদায় করা যাবে—

- খেলাপি করদাতা কোনো অর্থ কোনো আয়কর, শুদ্ধ, মূসক বা আবগারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে তা হতে;
- খেলাপি করদাতা অর্থ অপর কোনো ব্যক্তি বা সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের নিকট জমা থাকলে তা হতে;
- খেলাপি করদাতা যেকোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা বিক্রয় করে।

১৪.৫। মূসক কর্তৃপক্ষ কোন কোন পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় করতে পারেন?

উত্তর: কমিশনারের পক্ষে DRO ফরম মূসক ১৪.১ এ খেলাপি করদাতা বরাবর বকেয়া কর আদায় সার্টিফিকেট জারি করবেন। পরবর্তীতে DRO নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:

- খেলাপি করদাতার কোনো অর্থ কোনো আয়কর, শুল্ক, মূসক বা আবগারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে, তা হতে বকেয়া কর কর্তন করে;
- অপর কোনো ব্যক্তি বা সহযোগী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের নিকট থাকলে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংকে পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে;
- তার ব্যবসা অঙ্গন হতে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রদান করে;
- তার আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের লক্ষ্যে শুল্ক ভবনের বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry) প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেমে ব্যবসা শনাক্তকরণ সংখ্যা বন্ধ (lock) করে;
- তার ব্যাংক হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিচালনযোগ্য (freeze) করে;
- তার করদাতার ব্যবসা অঙ্গন তালাবদ্ধ করে রাখার আদেশ প্রদান করে বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তালাবদ্ধ করে;
- তার যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা অস্থাবর সম্পত্তি জম্ব করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করে;
- খেলাপি করদাতার কোনো জিম্মাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ করে।

১৪.৬। বকেয়া কর পরিশোধের জন্য কিস্তির কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর: কমিশনার নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, তবে বকেয়া কর পরিশোধের সময়সীমা ১২ (বার) মাসের অতিরিক্ত হবে না।

১৪.৭। বকেয়া পরিশোধ না করলে কি হবে?

উত্তর: বকেয়া পরিশোধ না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মূসক কর্তৃপক্ষ পাওনা অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪.৮। রিসিভার কে?

উত্তর: রিসিভার হলো কোনো আইন বা আদালত কর্তৃক নিয়োজিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যিনি আইন বা আদালতের নির্দেশক্রমে ও আওতায় কোনো সম্পত্তির রিসিভারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

১৪.৯। রিসিভারের দায়িত্ব কি?

উত্তর: কোনো রিসিভার এর দায়িত্ব হলো আইন বা আদালত কর্তৃক নিয়োজিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কোনো সম্পদের সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ করা।

১৪.১০। বকেয়া কর পরিশোধের ক্ষেত্রে পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায় কি?

উত্তর: বকেয়া কর স্টকালীনে কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে সকলে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

১৪.১১। মৃত্যু বা আর্থিক অসামর্থ্যের বকেয়া কিভাবে আদায় হবে?

উত্তর: কোনো করদাতার মৃত্যুর পর বা তার দেউলিয়াত্ব ঘোষণার পর তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম তার সম্পত্তির ট্রাস্টি বা নির্বাহক দ্বারা পরিচালিত হলে উক্ত ট্রাস্টি বা নির্বাহকের কাছ থেকে বকেয়া কর আদায় করা হবে।

১৪.১২। আদায়কৃত বকেয়ার অর্থ কিভাবে বিলিবন্টন হবে?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্টন হবে:

প্রথমত, প্রদেয় সুদের পরিমাণ পরিশোধ করে;

দ্বিতীয়ত, অর্থদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ পরিশোধ করে;

তৃতীয়ত, মূলক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার করের পরিমাণ পরিশোধ করে;

তবে জন্মকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে বকেয়া কর আদায় করা হলে আইনের ধারা ১০০ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিলিবন্টন করতে হবে:

প্রথমত, পণ্য জন্মকরণ, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের খরচাদি পরিশোধ করে;

দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত পণ্য জন্ম করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে;

তৃতীয়ত, এই আইন দ্বারা রহিত আইনের অধীন প্রাপ্য যেকোনো কর পরিশোধ করে; এবং

চতুর্থত, অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে ফেরত প্রদান করে।

রেকর্ডপত্র

১৫.১। রেকর্ডপত্র কি?

উত্তর: রেকর্ডপত্র বা দলিলাদি বলতে নিম্নের বিষয়াদিকে বোঝাবে:

- যে কোনো পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট চালানপত্র;
- কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট-ডেবিট নোট, উৎসে কর কর্তন সনদপত্র, ইত্যাদি;
- আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি;
- রেয়াত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
- সম্পূরক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি;
- দাখিলপত্র;
- ট্রেজারি চালান; এবং
- ব্যবসায় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দলিলাদি।

১৫.২। করদাতার জন্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: করদাতার করদায় এবং অন্যান্য দায়দেনা নিরূপণের সুবিধার্থে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক।

১৫.৩। কতদিন রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর: করদাতার করদায় এবং অন্যান্য দায়দেনা নিরূপণের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫.৪। করদাতাকে কোথায় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর: ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে করদাতাকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫.৫। নোটিশ জারির পদ্ধতি কি?

উত্তর: নোটিশ জারির পদ্ধতি হলো:

- যার জন্য নোটিশটি প্রযোজ্য তাকে বা তার প্রতিনিধিকে সাময়িক নোটিশ প্রদান করতে হবে;

- ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাংলাদেশের বাসস্থানে বা ব্যবসায়ের স্থানে প্রেরণ করতে হবে;
- সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে;
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রেরণ করতে হবে;
- উপরের পদ্ধতিতে নোটিশ জারি না করা গেলে মূল্য সংযোজন কর কার্যাকরের নোটিশ বোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে;

বর্ণিত পদ্ধতির ন্যূনতম একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেই চলবে। তবে অধিকতর পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে।

১৫.৬। ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের বিধান আছে কি?

উত্তর: আইন ও বিধিমালায় বিধান অনুসরণ করে ইলেকট্রিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা যাবে। এ জন্য বোর্ডের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অপরাধ, দণ্ড ও বিচারিক প্রক্রিয়া

১৬.১। অপরাধ কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী অপরাধ হলো ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬ ও ১১৭ এ উল্লিখিত অপরাধ।

অপরাধসমূহ:

ধারা-১১১: জাল বা ভুয়া মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র, কর চালান বা মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি তৈরি করা।

ধারা-১১২- অসৎ উদ্দেশ্যে মূসক দলিলাদিতে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিকৃত।

ধারা-১১৩- প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

ধারা- ১১৭- অপরাধে সহায়তাকারী।

১৬.২। কোন অপরাধের জন্য কোন ধরনের দণ্ডের বিধান আছে?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১১১, ১১২ ও ১১৩ তে কোনো অপরাধের ধরণ অনুযায়ী দণ্ডের বিধান উল্লেখ করা হলো:

ধারা ১১১:

- অসৎ উদ্দেশ্যে ভুয়া বা জাল মূসক নিবন্ধনপত্র, টার্নওভার কর সনদপত্র বা কর চালান এবং উৎসে কর্তন সনদপত্র তৈরি বা ব্যবহার করলে
- ভুয়া ও জাল ক্রেডিট ও ডেবিট নোট তৈরি ও ব্যবহার করলে
- কোনো উপায়ে কর ফাঁকি দিলে বা প্রাপ্য না হওয়ার সত্ত্বেও কর ফেরৎ দাবি করলে উক্ত ব্যক্তি

এক বছর কারাদণ্ডের বা

প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ডে বা

উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ১১২:

- কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো মূসক কর্মকর্তা নিকট মিথ্যা বা বিভ্রান্ত কর তথ্য প্রদান করলে ঐ ব্যক্তি

অনূর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ড বা

প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা
উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ১১৩:

- কোনো কর্মকর্তা আইন ও বিধি মোতাবেক তার দায়িত্ব পালনকালে যদি কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন তাহলে অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি

সর্বোচ্চ ৬ মাস কারাদণ্ড বা

কম পক্ষে দশ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা

উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

তাছাড়া আইনের ধারা ১১৭, অনুযায়ী কোনো অপরাধ সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানকারীও অপরাধে সংগঠনকারী ন্যায় সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং দণ্ডিত হবেন।

১৬.৩। অপরাধে আপোস রফা কি? কীভাবে তা করা যায়?

উত্তর: মামলা দায়ের করার জন্য কমিশনার কর্তৃক পূর্বানুমোদনের পূর্বে বা পরে অপরাধসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তসাপেক্ষে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাকে অপরাধের আপোষ রফা বলে।

আপোস রফার পদ্ধতি:

- অভিযুক্ত ব্যক্তি বোর্ডে আপসরফার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করবেন;
- হলফনামার মাধ্যমে কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর পরিশোধ (কিস্তিতে) করার অঙ্গীকার করবেন; এবং
- আপসরফা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ব্যক্তিই বহন করবেন;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি ইতোপূর্বে একই ধরনের অপরাধ করলে বোর্ড কোনো মামলা আপসরফা করতে পারবে না;
- বোর্ড আপোষরফার জন্য আবেদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও অভিযোগ দাখিলকারী কর্মকর্তাকে গুণানির সুযোগ প্রদান করবে।

১৬.৪। ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের পদ্ধতি কি?

উত্তর: কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সহকারী কমিশনারের পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে ফৌজদারি অপরাধের মামলা আদালতে দায়ের করবেন।

১৬.৫। ফৌজদারি অপরাধের জন্য দায়েরকৃত মামলার তদন্ত কে করবেন?

উত্তর: ফৌজদারি মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে মূসক কর্মকর্তাই উক্ত মামলার তদন্ত সম্পন্ন করবেন।

১৬.৬। ফৌজদারি অপরাধের জন্য দায়েরকৃত মামলার তদন্ত পদ্ধতি কি?

উত্তর: তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরম মূসক ১৬.১ এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগটি অবহিত করবেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে উল্লিখিত জবানবন্দি প্রদানের জন্য অনুরোধ করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ফরম মূসক-১৬.২ ফরমে জবাব প্রদান করবেন।

মামলা গ্রহণের ৪ মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে কমিশনারের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনের পরিশ্রেক্ষিতে আদালতের সময়সীমা ৩ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১৬.৭। মূসকের আওতায় আপিলের বিধান আছে কি?

উত্তর: আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করার বিধান আছে।

১৬.৮। মূসকের আওতায় রিভিশনের বিধান আছে কি?

উত্তর: বোর্ড বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হলে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুদ্ধ কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন মূসক কর্মকর্তা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনে আবেদন করতে পারবেন।

১৬.৯। কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল করা যায়?

উত্তর: আইনের আওতায় অতিরিক্ত কমিশনার বা নিম্ন পদধারী মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো আদেশ দ্বারা কোনো করদাতা বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুদ্ধ হইলে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন।

১৬.১০। আপিলের পদ্ধতি কি?

উত্তর: অতিরিক্ত কমিশনার বা তথনিম্ন পদধারী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো করদাতা সংক্ষুদ্ধ হলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল করতে পারবেন।

১৬.১১। ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা প্রদানের ক্ষমতা আছে কি?

উত্তর: না, নেই। তবে, ট্রাইব্যুনাল গুনানি গ্রহণের পর যুক্তিসঙ্গত মনে করলে কর অন্তর্বর্তীকালীন আদায়ের স্থগিতাদেশ প্রদান করতে পারবেন।

১৬.১২। এডিআর এর সুবিধা কি?

উত্তর: সমঝোতার ভিত্তিতে এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি উপায়ে ব্যক্তি তাঁর মামলা নিষ্পত্তি করা যায়।

সমঝোতার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তি হলে সমঝোতার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না এবং কোনো বিষয় নিষ্পত্তি না হলে আইনের বিধান অনুযায়ী পুনরায় পূর্বের কার্যক্রম শুরু করা যায়।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় কোনো বিষয়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে এ পন্থা অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত সময়কাল আপিল দায়ের করার সময়সীমায় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১৬.১৩। আপিলের ক্ষেত্রে কোনো অর্থ জমার বিধান আছে কি? থাকলে কোন ক্ষেত্রে কত?

উত্তর: আপিলের ক্ষেত্রে অর্থ জমার বিধান হলো দাবিকৃত করের দশ শতাংশ বা দাবিকৃত কর না থাকলে আরোপিত জরিমানার দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ।

১৬.১৪। আপিলের ক্ষেত্রে কি সময়ের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে?

উত্তর: সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করা যাবে।

১৬.১৫। রীট কি আপিল?

উত্তর: না, রীট আপিল নয়। রীট এবং আপিল দুটি ভিন্ন শব্দ এবং এর সংজ্ঞাও ভিন্ন। মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ এর ধারা ১২১ ও ১২২ এবং একই আইনের বিধি ৯৮ এ আপিল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা ১২১ ও ১২২ অনুযায়ী কোনো রায়ে বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্ষেত্র মতে আপিল কমিশনারে বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবেন। অতিরিক্ত কমিশনার বা তৎনিঃ পদধারী মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে আপিল কমিশনারেটে এবং কমিশনার বা কমিশনার আপিল কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ আপিলাত ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবেন।

অন্যদিকে রীট সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর অধীন মৌলিক অধিকার খর্বের কারণে মাননীয় হাইকোর্টে দাখিল করা হয়।

১৬.১৬। কোন কোন মামলা রিভিশন করা যায়?

উত্তর: বোর্ড বা আপিলাত ট্রাইবুনালের আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো মূসক কর্মকর্তা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১৬.১৭। সহায়তাকারী কে? তাদের দায়িত্ব কি? তাঁদের তালিকা কোথায় পাব?

উত্তর: সহায়তাকারী হলেন:

- মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ যুগ্ম কমিশনার নিম্নে নহে এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা;
- অতিরিক্ত জেলা জজের নিম্নে নহেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;
- মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে ০৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট;
- উপ-সচিবের নিম্নে নহেন এইরূপ আইন ও লেজিসলেটিভ বিষয়ে দক্ষ ও অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;
- ব্যবসার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পনের বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে দক্ষ কোনো ব্যবসায়ী।

সহায়তাকারীর দায়িত্ব হলো:

- সহায়তাকারী আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে বিবেচ্য বিরোধের-
 - নিষ্পত্তির বা সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা;
 - বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, কৌশল বা কাঠামো নির্ধারণ করা;
 - বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলোচনা সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা;
 - উভয় পক্ষকে সময় উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করার জন্য লিখিতভাবে অবহিত করা;
- সহায়তাকারী আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধিকে বিরোধী বিষয়ে আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহায়তাকারী তালিকা প্রস্তুত করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ওয়েবসাইটে সহায়তাকারীর তালিকা পাওয়া যাবে।

১৬.১৮। কোন কোন ক্ষেত্রে এডিআর এ যাওয়া যায়?

উত্তর: করদাতা সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে অগ্রহী হলে আপিল কমিশনারেট ও আপিলাত ট্রাইব্যুনালে বিদ্যমান মামলা ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারবেন। তাছাড়া, রিট পিটিশন বা আপিল হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বা আপিল বিভাগে বিচারাধীন বিরোধ নিষ্পত্তিও প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৬.১৯। এডিআর এ আবেদন ক্ষেত্রে আবেদনকারীর কি কি অধিকার রয়েছে?

উত্তর: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিম্নবর্ণিত অধিকার রয়েছে—

- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে মনোনীত বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে নিযুক্ত সহায়তাকারীর তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে সমঝোতার আলোচনা করা; এবং
- বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী স্বয়ং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চাইলে কোনো পেশাদার উপদেষ্টাকেও মনোনীত করতে পারবেন।

১৬.২০। কখন হাইকোর্টে আপিল করা যায়?

উত্তর: হাইকোর্টে আপিল করা যাবে নিম্নবর্ণিত সময়ে—

- কোনো করদাতা যদি বোর্ড বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালে আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হলে;
- কমিশনার বা মহাপরিচালকের নিম্নে নন এমন কোনো মূসক কর্মকর্তা যদি বোর্ড বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হলে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল বা রিভিশনের আবেদন দাখিল করতে পারবেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মূসক-৯.১

মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র
[বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

অংশ-১: করদাতার তথ্য	
(১) করদাতার নাম	:
(২) ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা	:

অংশ-২: দাখিলপত্র জমার তথ্য			
(১) কর মেয়াদ	:	মাস	বছর
(২) দাখিলপত্রের প্রকার	:	(ক) মূল দাখিলপত্র (ধারা ৬৪)	
	:	(ক) সংশোধিত দাখিলপত্র (ধারা ৬৬)	
	:	(ক) পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র (ধারা ৬৭)	

(৩) বিগত করমেয়াদে কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হইয়াছে কি?	:	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না [যদি 'না' হয় তাহা হইলে অংশ-১, ২ এবং ১০ পূরণ করুন]
(৪) পেশের তারিখ [অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিকভাবে এবং ডাক বা সরাসরি দাখিলের ক্ষেত্রে গ্রহণের তারিখ দাখিলপত্র পেশের তারিখ হিসাবে বিবেচিত হইবে।]	:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> DD / MM / YYYY

অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান - প্রদেয় কর					
সরবরাহের প্রকৃতি		নোট	মূল্য (ক)	মূল্য (খ)	মূল্য (গ)
শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ	প্রচ্ছন্ন রপ্তানি	১			
	সরাসরি রপ্তানি	২			
অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ		৩			
আদর্শ হারের সরবরাহ		৪			
ভূমি এবং ভবনের সরবরাহ		৫			
মোট প্রদেয় কর (৪খ+৪গ+৫খ)		৬			

অংশ-৪: ক্রয় - উপকরণ কর				
সরবরাহের প্রকৃতি		নোট	মূল্য (ক)	মূল্য (খ)
অব্যাহতিপ্রাপ্ত ক্রয়	সরবরাহ	৭		
	আমদানি	৮		
আদর্শ হারের ক্রয়	সরবরাহ	৯		
	আমদানি	১০		
ভূমি এবং ভবনের ক্রয়		১১		
মোট উপকরণ কর (৯খ+১০খ + ১১খ)		১২		

অংশ-৫: বৃদ্ধিকারী সমন্বয়			
সমন্বয় ঘটনা		নোট	পরিমাণ
সরবরাহকারীর সরবরাহ থেকে উৎসে কর্তনের জন্য		১৩	
ব্যাহতি চ্যানেলে মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের জন্য		১৪	
ক্রয়ের মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তন বা তাহা বাতিলের জন্য		১৫	
অন্যকোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য		১৬	
মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (১৩+১৪+১৫+১৬)		১৭	

অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয়			
সমন্বয় ঘটনা		নোট	পরিমাণ
প্রদত্ত সরবরাহ হইতে উৎসে কর্তনের জন্য		১৮	
বিক্রয়ের মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তন বা তাহা বাতিলের জন্য		১৯	
সম্পূরক শুদ্ধের জন্য		২০	
অন্যকোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য		২১	
মোট হ্রাসকারী সমন্বয় (১৮+১৯+২০+২১)		২২	

অংশ-৭: নীট কর হিসাব			
আইটেম		নোট	পরিমাণ
বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক ও সম্পূরক শুদ্ধ (৬-১২+১৭-২২)		২৩	

আইটেম	নোট	পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন চলতি হিসাব (মুসক-১৮) হইতে আনীত সমাপনী জেরের অবশিষ্ট অংশ (মুসক-১৮.৬ এর ভিত্তিতে)	২৪	
নোট ২৪ এর জন্য হ্রাসকারী সমন্বয় (নোট ২৩ এর ১০% পর্যন্ত)	২৫	
আগাম কর	২৬	
পূর্ববর্তী করমেয়াদ হইতে আনীত ঋণাত্মক জের	২৭	
আবগারি শুল্ক	২৮	
সারচার্জ	২৯	

অংশ-৮: কর পরিশোধের তফসিল

আইটেম	নোট	অর্থনৈতিক কোড	পরিমাণ
মোট কর (২৩-২৫-২৬-২৭)	৩০	১/১১৩৩/অপারেশনাল কোড/০৩১১	
আবগারি শুল্ক	৩১	১/১১৩৩/অপারেশনাল কোড/০৬০১	
সারচার্জ	৩২	১/১১৩৩/অপারেশনাল কোড/২২১৪	

অংশ-৯: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা এবং ফেরত

ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানিবার জন্য বা ফেরতের জন্য টিক চিহ্ন দিন	৩৩	জের টানা <input type="text"/>	নগদ ফেরত <input type="text"/>	টাকা <input type="text"/>
		ফেরতদাবীর পরিমাণ <input type="text"/>		

অংশ-১০: ঘোষণা

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই দাখিলপত্রে প্রদত্ত তথ্য সর্বোত্তমভাবে সম্পূর্ণ, সত্য ও নির্ভুল।

নাম	
পদবি	
তারিখ	
মোবাইল নম্বর	
ইমেইল	



'I AM
VAT
SMART'
ARE
YOU?

কোনো কাজের সবর চলান দেবে শিশু
এবং ভ্যাট স্মার্ট হোন

